গ্রাম আদালতে বিচার

সংশ্লিষ্ট আইন ও বিধিমালা

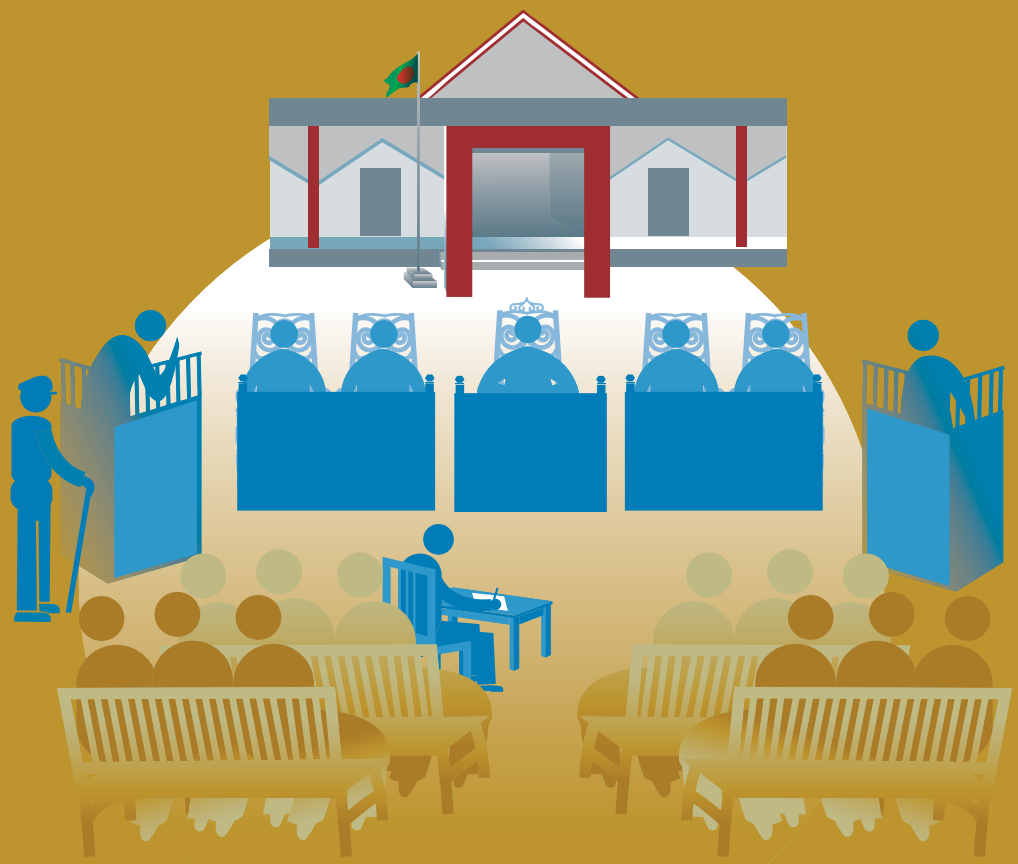

অ্যাকটিভেটিং ভিলেজ কোর্টস ইন বাংলাদেশ প্রকল্প

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার বিভাগ
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়

গ্রাম আদালতে বিচার
সংশ্লিষ্ট আইন ও বিধিমালা

অ্যাকটিভেটিং ভিলেজ কোর্টস ইন বাংলাদেশ প্রকল্প

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার বিভাগ
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়

গ্রাম আদালতে বিচার
সংশ্লিষ্ট আইন ও বিধিমালা

European Union

Bangladesh

অ্যাকটিভেটিং ভিলেজ কোর্টস ইন বাংলাদেশ প্রকল্প

স্থানীয় সরকার বিভাগ
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
ইউএনডিপি বাংলাদেশ ও ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন

ISBN: 978-984-33-1748-3

প্রকাশকাল : মে, ২০১০

অ্যাকটিভেটিং ভিলেজ কোর্টস ইন বাংলাদেশ প্রকল্পটি স্থানীয় সরকার বিভাগ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় বাস্তবায়ন করছে। ইউএনডিপি বাংলাদেশ ও ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন প্রকল্পটি বাস্তবায়নে আর্থিক ও কারিগরী সহায়তা প্রদান করছে। প্রাথমিকভাবে ১৭টি জেলায় ৫০০ টি ইউনিয়নে গ্রাম আদালত শক্তিশালীকরণের মাধ্যমে স্থানীয় বিরোধ নিরসন তথা সুশাসন প্রতিষ্ঠা ও নিয়মতান্ত্রিক বিচার ব্যবস্থা টেকসই করার লক্ষ্যে প্রকল্পটি বহুমুখী কাজ করে যাচ্ছে।

মুখবন্ধ

তৃণমূল পর্যায়ে প্রান্তিক, ঝুঁকিপূর্ন জনগোষ্ঠী, নারী শিশু ও গ্রামীন সাধারণ মানুষের জন্য বিচার প্রাপ্তির সুযোগ সৃষ্টি ও মানবাধিকার পরিস্থিতির উন্নয়নের লক্ষ্যে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের স্থানীয় সরকার বিভাগ, জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচী ও ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন যৌথভাবে ৫০০ টি নির্বাচিত ইউনিয়ন পরিষদে গ্রাম আদালত কার্যকর করার প্রকল্প গ্রহন করেছে। এ প্রকল্প যথাযথভাবে বাস্তবায়িত হলে গ্রাম পর্যায়ে সাধারণ মানুষ স্বল্প ব্যয়ে, অল্প সময়ে ও সহজে বিচার লাভে সক্ষম হবে এবং জেলা পর্যায়ের আদালত সমূহে মামলার সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পাবে।

গ্রাম আদালতকে কার্যকর ও ফলপ্রসূ করতে এ আদালত সংশ্লিষ্ট আইন ও বিধিমালার সহজলভ্যতার প্রয়োজন অনস্বীকার্য।

গ্রাম আদালতে বিচারকগণ এবং গ্রাম আদালত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এ সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় হালনাগাদ আইন ও বিধিমালা সম্পর্কে অবগত থাকলে এ আদালতে বিচার প্রক্রিয়া সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করা সম্ভব হবে এবং সাধারন মানুষের ন্যায় বিচার লাভের সুযোগ সৃষ্টি হবে বলে আমরা বিশ্বাস করি। এর ফলশ্রুতিতে মানবাধিকার পরিস্থিতির উন্নতি সাধিত হবে। অপর দিকে যেহেতু স্থানীয় বিরোধের একটি বড় অংশ নারী ও পরিবার সংশ্লিষ্ট সেহেতু গ্রাম আদালত কার্যকর করার মাধ্যমে নারী ও শিশুর প্রতি অমানবিকতা ও বৈষম্য লোপ পাবে যা সামগ্রিকভাবে নারীর ক্ষমতায়নের সুযোগ সৃষ্টি করবে।

পুস্তিকাটি প্রকাশের মাধ্যমে গ্রাম আদালতের কার্যকারিতা বৃদ্ধির ফলে গ্রাম পর্যায়ে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার পথ বিন্দুমাত্র সুগম হলেও এ উদ্যোগ সার্থকতা পাবে।

মনজুর হোসেন
সচিব
স্থানীয় সরকার বিভাগ
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়

কৃতজ্ঞতা

বাংলাদেশের অধিকাংশ জনগোষ্ঠী গ্রামে বাস করে এবং এর উল্লেখযোগ্য অংশ সুবিধাবঞ্চিত, দরিদ্র, নারী ও শিশু। এ বিপুল সংখ্যক প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জন্য ন্যায় বিচার ও মানবাধিকার নিশ্চিত করা রাষ্ট্রের অন্যতম দায়িত্ব। এ দেশের তৃণমূল পর্যায়ে ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা ও মানবাধিকার পরিস্থিতির উন্নয়নের লক্ষ্যে ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন ও ইউএনডিপি'র সার্বিক সহায়তায় বাংলাদেশ সরকার 'অ্যাকটিভেটিং ভিলেজ কোর্টস ইন বাংলাদেশ' প্রকল্পটি গ্রহন করেছে।

গ্রাম আদালত কার্যকর করার ক্ষেত্রে একটি অন্যতম অন্তরায় হচ্ছে গ্রাম আদালত সংক্রান্ত আইন কানুন সম্পর্কে যথাযথ জ্ঞানের অভাব। যাঁরা গ্রাম আদালত পরিচালনা করছেন এবং যাঁরা এর সার্বিক কর্মকান্ডের সাথে জড়িত এঁদের সকলেরই গ্রাম আদালত সংক্রান্ত আইন কানুন সম্পর্কে প্রয়োজনীয় জ্ঞান থাকা আবশ্যক। "গ্রাম আদালতে বিচার ঃ সংশ্লিষ্ট আইন ও বিধিমালা" পুস্তিকাটি এ প্রয়োজন মেটাতে বহুলাংশে সক্ষম হবে বলে আশা করি। পুস্তিকাটি সংকলনে এবং প্রকাশে যাঁরা ভুমিকা রেখেছেন এদের প্রত্যকেই প্রশংসার যোগ্য। আমি এ প্রসঙ্গে পুস্তিকাটি সংকলনের জন্য অ্যাকটিভেটিং ভিলেজ কোর্টস ইন বাংলাদেশ প্রকল্পের সকল সদস্যকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। পুস্তিকাটি প্রকাশে সার্বিক সহায়তা প্রদানের জন্য ইউএনডিপি বাংলাদেশের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি এবং এ প্রকল্পে আর্থিক সহায়তা প্রদান করার জন্য ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। জনাব মনজুর হোসেন, সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ তাঁর শত ব্যস্ততার মাঝে পুস্তিকাটির মুখবন্ধ রচনা করেছেন। এজন্য তাঁর প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। পরিশেষে পুস্তিকাটি গ্রাম আদালতকে আরো গতিশীল করবে এবং দেশে মানবাধিকার ও ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠায় সহায়ক হবে মর্মে আমার আন্তরিক আশাবাদ ব্যক্ত করছি।

সৈয়দ মাহবুব হাসান
প্রকল্প পরিচালক
অ্যাকটিভেটিং ভিলেজ কোর্টস ইন বাংলাদেশ
ও
অতিরিক্ত সচিব
স্থানীয় সরকার বিভাগ
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রনালয়

সূচিপত্র

ধারা	গ্রাম আদালত আইন, ২০০৬	পৃষ্ঠা
১	সংক্ষিপ্ত শিরোনাম, প্রবর্তন ও প্রয়োগ	১
২	সংজ্ঞা	১
৩	গ্রাম আদালত কর্তৃক বিচারযোগ্য মামলা	২
৪	গ্রাম আদালত গঠনের আবেদন	৩
৫	গ্রাম আদালত গঠন, ইত্যাদি	৩
৬	গ্রাম আদালতের এখতিয়ার, ইত্যাদি	৪
৭	গ্রাম আদালতের ক্ষমতা	৪
৮	গ্রাম আদালতের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হওয়া ও আপিল	৫
৯	গ্রাম আদালতের সিদ্ধান্ত কার্যকরকরণ	৫
১০	সাক্ষীর সমন দেওয়া, ইত্যাদি ক্ষেত্রে গ্রাম আদালতের ক্ষমতা	৬
১১	গ্রাম আদালতের অবমাননা	৭
১২	জরিমানা	৮
১৩	পদ্ধতি	৮
১৪	আইনজীবী নিয়োগ নিষিদ্ধ	৮
১৫	সরকারী কর্মচারী, পর্দানশীল বৃদ্ধ মহিলা এবং শারীরিক অক্ষম ব্যক্তির পক্ষে প্রতিনিধিত্ব	৯
১৬	কতিপয় মামলার হস্তান্তর	৯
১৭	পুলিশ কর্তৃক তদন্ত	৯
১৮	বিচারাধীন মামলাসমূহ	১০
১৯	অব্যাহতি দেওয়ার ক্ষমতা	১০
২০	বিধি প্রনয়নের ক্ষমতা	১০
২১	রহিতকরণ ও হেফাযত	১০
	তফসিল	১১ ১২
	দন্ডবিধির সংশ্লি ষ্টধারা সমূহের বঙ্গানুবাদ	
৩২৩	স্বেচ্ছায় আঘাত করিবার শাস্তি	১৩
৩৩৪	প্ররোচনার ফলে ইচ্ছাপূর্বক আঘাত করা	১৩
৪২৬	ক্ষতি সাধনের শাস্তি	১৩
৪৪৭	অপরাধমূলক অনধিকার প্রবেশের শাস্তি	১৩
১৪৩	বেআইনি সমাবেশে যোগদান করার শাস্তি	১৩
১৪৭	দাঙ্গা করিবার শাস্তি	১৪
১৪১	বেআইনী সমাবেশ	১৪

ধারা	দন্ডবিধির সংশ্লি ষ্টধারা সমূহের বঙ্গানুবাদ	পৃষ্ঠা
১৬০	কলহ বা মারামারির শাস্তি	১৪
৩৪১	অন্যায় নিয়ন্ত্রনের শাস্তি	১৪
৩৪২	অন্যায় আটকের শাস্তি	১৪
৩৫২	গুরুতর প্ররোচনা ব্যতিত আক্রমন কিংবা অপরাধজনক বল প্রয়োগের শাস্তি	১৫
৩৫৮	মারাত্মক প্ররোচনা ব্যতীত আক্রমন কিংবা অপরাধজনক বল প্রয়োগের শাস্তি	১৫
৫০৪	শান্তিভঙ্গের উদ্দেশ্যে ইচ্ছাকৃত ভাবে প্ররোচনা বা অপমান করা	১৫
৫০৬	অপরাধজনক ভীতি প্রদর্শনের শাস্তি	১৬
৫০৮	কোন ব্যক্তিকে বিধাতার বিরাগভাজন হইবে এইরূপ বিশ্বাস জন্মাইয়া কোন কাজ করানোর শাস্তি	১৬
৫০৯	কোন নারীর শ্লীলতাহানির উদ্দেশ্যে কথা, অঙ্গভঙ্গী বা কোন কাজ করার শাস্তি	১৬
৫১০	মাতাল ব্যক্তি প্রকাশ্যে অসদারচণের শাস্তি	১৬
৩৭৯	চুরির শাস্তি	১৭
৩৮০	বাসগৃহ ইত্যাদিতে চুরি	১৭
৩৮১	কর্মচারী বা চাকর কর্তৃক মালিকের দখলভুক্ত সম্পত্তি চুরির শাস্তি	১৭
৪০৩	অসাধুভাবে সম্পত্তি তসরূপের শাস্তি	১৭
৪০৬	অপরাধজনক বিশ্বাসভঙ্গের শাস্তি	১৭
৪১৭	প্রতারণার শাস্তি	১৭
৪২০	প্রতারণা ও অসাধুভাবে সম্পত্তি অর্পন করিতে প্রবৃত্ত করার শাস্তি	১৮
৪২৭	অনিষ্ট করিয়া পঞ্চাশ টাকা বা উহার অধিক ক্ষতিসাধনের শাস্তি	১৮
৪২৮	দশ টাকা বা তদউর্দ্ধ মূল্যের পশু হত্যা বা বিকলাঙ্গ করিয়া অনিষ্টসাধনের শাস্তি	১৮
৪২৯	যেকোন মূল্যের গবাদি পশু ইত্যাদি অথবা পঞ্চাশ টাকা মূল্যের যেকোন পশুকে হত্যা বা বিকলাঙ্গ করিয়া অনিষ্টসাধনের শাস্তি	১৮
	গবাদিপশু অনধিকার প্রবেশ আইন, ১৮৭১ এর সংশ্লি ষ্টধারাসমূহ	
২৪	গবাদিপশু জব্দকল্পে বলপ্রয়োগে বাধাদান বা জোরপূর্বক উহা উদ্ধারের শাস্তি	১৯
২৬	শুকর দ্বারা ভূমি, শষ্যাদি বা রাস্তা ক্ষতিগ্রস্ত করার শাস্তি	১৯
২৭	খোয়াড় রক্ষকের কর্তব্যে অবহেলার শাস্তি	১৯
	হলফনামা আইন, ১৮৭৩ এর সংশ্লি ষ্টধারাসমূহ	
৮	আদালতের কতিপয় হলফ প্রদানের ক্ষমতা	২০
৯	প্রতিপক্ষের প্রস্তাবমতে কোন পক্ষ বা সাক্ষীকে হলফ বা সত্য পাঠ করানোর ক্ষমতা	২০
১০	সম্মত থাকিলে হলফ প্রদান	২০
১১	সত্যপাঠ পূর্বক প্রদত্ত সাক্ষ্য উক্ত ব্যক্তির বিরূদ্ধে চূড়ান্ত গন্য হইবে	২০
	১৯৭৬ সালের গ্রাম্ম আদালত বিধিমালা	২১ ৩৮
	কার্ম্ম প্রনালী সংক্রান্ত সাধারন নির্দেশসমূহ	৩৯ ৪১

গ্রাম আদালত আইন, ২০০৬
(২০০৬ সালের ১৯ নং আইন)

[৯মে ২০০৬]

দেশের প্রতিটি ইউনিয়নের এখতিয়ারাধীন এলাকায় কতিপয় বিরোধ ও বিবাদের সহজ ও দ্রুত নিস্পত্তির লক্ষ্যে গ্রাম আদালত গঠনকল্পে প্রণীত আইন

যেহেতু দেশের প্রতিটি ইউনিয়নের এখতিয়ারাধীন এলাকায় কতিপয় বিরোধ ও বিবাদের সহজ ও দ্রুত নিস্পত্তির লক্ষ্যে গ্রাম আদালত গঠন এবং এতদসংক্রান্ত বিষয়াবলী সম্পর্কে বিধান করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সংক্ষিপ্ত শিরোনাম, প্রবর্তন ও প্রয়োগ

১। (১) এই আইন গ্রাম আদালত আইন, ২০০৬ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

(৩) হইা কেবলমাত্র ইউনিয়নের এখতিয়ারভূক্ত এলাকায় প্রযোজ্য হইবে।

সংজ্ঞা

২। বিষয় বা প্রসংগের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই আইন্নে

(ক) "আমলযোগ্য অপরাধ" অর্থ ফৌজদারী কার্যবিধিতে সংজ্ঞায়িত Cognizable Offence;

(খ) "ইউনিয়ন" অর্থ The Local Government (Union Parishads) Ordinance, 1983 (Ordinance No. LI of 1983) এর section 2 এর clause (26) এ সংজ্ঞায়িত ইউনিয়ন;

(গ) "ইউনিয়ন পরিষদ" অর্থ The Local Government (Union Parishads) Ordinance, 1983 (Ordinance No. LI of 1983) এর section 2 এর clause (27) এ সংজ্ঞায়িত ইউনিয়ন পরিষদ;

(ঘ) "এখতিয়ারসম্পন্ন সহকারী জজ" অর্থ যে সহকারী জজের সীমানার মধ্যে সংশ্লি ষ্টইউনিয়নটি অবস্থিত সেই সহকারী জজ এবং যেক্ষেত্রে অনুরূপ এখতিয়ারসম্পন্ন একাধিক সহকারী জজ রহিয়াছেন সেই ক্ষেত্রে অনুরূপ কনিষ্ঠতম সহকারী জজ;

(ঙ) "গ্রাম আদালত" অর্থ ধারা ৫ এর অধীন গঠিত গ্রাম আদালত;

(চ) "চেয়ারম্যান" অর্থ গ্রাম আদালতের চেয়ারম্যান;

(ছ) "তফসিল" অর্থ এই আইনের তফসিল;

(জ) দন্ডবিধি অর্থ Penal Code, 1860 (Act No. XL V of 1860);

(ঝ) "দেওয়ানী কার্যবিধি অর্থ Code of Civil Procedure, 1908 (Act No. V of 1908);

(ঞ) "নির্ধারিত" অর্থ বিধি দ্বারা নির্ধারিত;

(ট) "পক্ষ" অর্থে এমন কোন ব্যক্তি অন্তর্ভুক্ত হইবে, যাহার উপস্থিতি কোন বিবাদের সঠিক মীমাংসার জন্য প্রয়োজনীয় বলিয়া বিবেচিত হয়, এবং গ্রাম আদালত যাহাকে অনুরূপ বিবাদের একটি পক্ষ হিসাবে সংযুক্ত করে;

(ঠ) "ফৌজদারী কার্যবিধি" অর্থ Code of Criminal Procedure, 1898 (Act No. V of 1898);

(ড) "বিধি" অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত বিধি;

(ঢ) "সিদ্ধান্ত" অর্থ গ্রাম আদালতের কোন সিদ্ধান্ত।

গ্রাম আদালত কর্তৃক বিচারযোগ্য মামলা

৩। (১) ফৌজদারী কার্যবিধি এবং দেওয়ানী কার্যবিধিতে যাহা কিছুই থাকুক না কেন তফসিলের প্রথম অংশে বর্ণিত বিষয়াবলী সম্পর্কিত ফৌজদারী মামলা এবং দ্বিতীয় অংশে বর্ণিত বিষয়াবলী সম্পর্কিত দেওয়ানী মামলা, অতঃপর ভিন্ন রকম বিধান না থাকিলে, গ্রাম আদালত কর্তৃক বিচারযোগ্য হইবে এবং কোন ফৌজদারী বা দেওয়ানী আদালতের অনুরূপ কোন মামলা বা মোকদ্দমার বিচার করিবার এখতিয়ার থাকিবে না।

(২) গ্রাম আদালত কর্তৃক তফসিলের প্রথম অংশে বর্ণিত কোন অপরাধের সহিত কোন মামলা বিচার্য হইবে না যদি উক্ত মামলায় আমলযোগ্য কোন অপরাধের দায়ে কোন ব্যক্তি দোষী সাব্যস্ত হইয়া ইতোপূর্বে গ্রাম আদালত কর্তৃক দন্ড প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, অথবা তফসিলের দ্বিতীয় অংশে বর্ণিত বিষয়াবলীর সহিত সম্পর্কিত কোন মামলাও গ্রাম আদালত কর্তৃক বিচার্য হইবে না, যদ্বি

(ক) উক্ত মামলায় কোন নাবালকের স্বার্থ জড়িত থাকে;

(খ) বিবাদের পক্ষগণের মধ্যে সম্পাদিত কোন চুক্তিতে সালিশের বা বিরোধ নিস্পত্তির বিধান থাকে;

(গ) সরকার বা স্থানীয় কর্তৃপক্ষ বা কর্তব্য পালনরত কোন সরকারী কর্মচারী উক্ত বিবাদের কোন পক্ষ হয়।

(৩) যে স্থাবর সম্পত্তির দখল অর্পন করিবার জন্য গ্রাম আদালত কর্তৃক আদেশ প্রদান করা হইয়াছে, ঐ স্থাবর সম্পত্তিতে স্বত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য বা উহার দখল পুনরুদ্ধারের জন্য কোন মোকদ্দমা বা কার্যধারার ক্ষেত্রে উপ্ল ধারা (১) এর বিধানাবলী প্রযোজ্য হইবে না।

গ্রাম আদালত গঠনের আবেদন

৪। (১) যেক্ষেত্রে এই আইনের অধীন কোন মামলা গ্রাম আদালত কর্তৃক বিচারযোগ্য হয় সেইক্ষেত্রে বিরোধের যে কোন পক্ষ উক্ত মামলা বিচারের নিমিত্ত গ্রাম আদালত গঠনের জন্য সংশ্লি ষ্টইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানের নিকট, নির্ধারিত পদ্ধতিতে, আবেদন করিতে পারিবেন এবং ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান, লিখিত কারণ দর্শাইয়া উক্ত আবেদনটি নাকচ না করিলে, নির্ধারিত পদ্ধতিতে, একটি গ্রাম আদালত গঠন করিবার উদ্যোগ গ্রহণ করিবেন।

(২) উপ্ল ধারা (১) এর অধীন আবেদন নামঞ্জুরের আদেশ দ্বারা সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি আদেশের বিরুদ্ধে, নির্ধারিত পদ্ধতিতে ও নির্ধারিত সময়ের মধ্যে, এখতিয়ারসম্পন্ন সহকারী জজ আদালতে রিভিশন করিতে পারিবেন।

গ্রাম আদালত গঠন, ইত্যাদি

৫। (১) একজন চেয়ারম্যান এবং উভয়পক্ষ কর্তৃক মনোনীত দুইজন করিয়া মোট চারজন সদস্য লইয়া গ্রাম আদালত গঠিত হইবেঃ

তবে শর্ত থাকে যে, প্রত্যেক পক্ষ কর্তৃক মনোনীত দুইজন সদস্যের মধ্যে একজন সদস্যকে সংশ্লি ষ্ট ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য হইতে হইবে।

(২) ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান গ্রাম আদালতের চেয়ারম্যান হইবেন, তবে যেক্ষেত্রে তিনি কোন কারনবশতঃ চেয়ারম্যান হিসাবে দায়িত্ব পালন করিতে অসমর্থ হন কিংবা তাহার নিরপেক্ষতা সম্পর্কে কোন পক্ষ কর্তৃক প্রশ্ন উত্থাপিত হয় সেইক্ষেত্রে, নির্ধারিত পদ্ধতিতে, উপ্ল ধারা (১) এ উল্লিখিত সদস্য ব্যতীত উক্ত ইউনিয়ন পরিষদের অন্য কোন সদস্য গ্রাম আদালতের চেয়ারম্যান হইবেন।

(৩) বিবাদের কোন পক্ষ যদি একাধিক ব্যক্তি থাকেন, তবে চেয়ারম্যান উক্ত পক্ষভূক্ত ব্যক্তিগণকে তাহাদের পক্ষের জন্য দুইজন সদস্য মনোনীত করিতে আহবান জানাইবেন এবং যদি তাঁহারা অনুরূপ মনোনয়নদানে ব্যর্থ হন তবে তিনি উক্ত ব্যক্তিগণের মধ্যে

হইতে যে কোন একজনকে সদস্য মনোনয়ন করিবার জন্য ক্ষমতা প্রদান করিবেন এবং তদানুযায়ী অনুরূপ ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি সদস্য মনোনয়ন করিবেন।

(৪) উপ্ল ধারা (১) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন বিবাদের কোন পক্ষ চেয়ারম্যানের অনুমতি লইয়া ইউনিয়ন পরিষদ সদস্যের পরিবর্তে অন্য কোন ব্যক্তিকে গ্রাম আদালতের সদস্য হিসাবে মনোনীত করিতে পারিবে।

(৫) এই ধারার অন্যান্য বিধানে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, যদি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সদস্য মনোনীত করা সম্ভব না হয়, তবে অনুরূপ সদস্য ব্যতিরেকেই গ্রাম আদালত গঠিত হইবে এবং উহা বৈধভাবে উহার কার্যক্রম চালাইতে পারিবে।

গ্রাম আদালতের এখতিয়ার, ইত্যাদি

৬। (১) যে ইউনিয়নে অপরাধ সংগঠিত হইবে বা মামালার কারণ উদ্ভব হইবে, বিবাদের পক্ষগণ সাধারণতঃ সেই ইউনিয়নের বাসিন্দা হইলে, উপ্ল ধারা (২) এর বিধানাবলী সাপেক্ষে, গ্রাম আদালত গঠিত হইবে এবং উক্তরূপ মামলার বিচার করিবার এখতিয়ার সংশ্লি ষ্টগ্রাম আদালতের থাকিবে।

(২) যে ইউনিয়নে অপরাধ সংঘটিত হইবে বা মামলার কারণ উদ্ভব হইবে, বিবাদের একপক্ষ সেই ইউনিয়নের বাসিন্দা হইলে এবং অপরপক্ষ ভিন্ন ইউনিয়নের বাসিন্দা হইলে, যে ইউনিয়নের মধ্যে অপরাধ সংঘটিত হইবে বা মামলার কারণ উদ্ভব হইবে, সেই ইউনিয়নে গ্রাম আদালত গঠিত হইবে; তবে পক্ষগণ ইচ্ছা করিলে নিজ ইউনিয়ন হইতে প্রতিনিধি মনোনীত করিতে পারিবে।

গ্রাম আদালতের ক্ষমতা

৭। (১) এই আইনে ভিন্নরূপ কোন বিধান না থাকিলে, গ্রাম আদালত তফসিলের প্রথম অংশে বর্ণিত অপরাধসমূহের ক্ষেত্রে কোন ব্যক্তিকে কেবলমাত্র অনধিক পঁচিশ হাজার টাকা ক্ষতিপূরণ প্রদানের আদেশ প্রদান করিতে পারিবে।

(২) গ্রাম আদালত তফসিলের দ্বিতীয় অংশে বর্ণিত বিষয়াবলীর সহিত সম্পর্কিত কোন মামলায় অনুরূপ বিষয়ে তফসিলে উল্লিখিত পরিমান অর্থ প্রদানের জন্য আদেশ প্রদান করিতে বা সম্পত্তির প্রকৃত মালিককে সম্পত্তি বা উহার দখল প্রত্যার্পণ করিবার জন্য আদেশ প্রদান করিতে পারিবে।

গ্রাম আদালতের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হওয়া ও আপিল

৮। (১) গ্রাম আদালতের সিদ্ধান্ত সর্বসম্মত বা চার্ল এক(৪ঃ১) সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে বা চারজন সদস্যের উপস্থিতিতে তিন্ন এক(৩ঃ১) সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে গৃহীত হইলে উক্ত পক্ষগণের উপর বাধ্যকর হইবে এবং এই আইনের বিধান অনুযায়ী কার্যকর হইবে।

(২) গ্রাম আদালতের সিদ্ধান্ত তিন্ন দুই (৩ঃ২) সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে গৃহীত হইলে, সংক্ষুব্ধ পক্ষ, উক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের ত্রিশদিনের মধ্যে, নির্ধারিত পদ্ধতিত্নে

(ক) মামলাটি তফসিলের প্রথম অংশে বর্ণিত কোন অপরাধের সহিত সম্পর্কিত হইলে, এখতিয়ারসম্পন্ন প্রথম শ্রেনীর ম্যাজিষ্ট্রেট আদালতে আপীল করিতে পারিবে; এবং

(খ) মামলাটি তফসিলের দ্বিতীয় অংশে বর্ণিত বিষয়াবলীর সহিত সম্পর্কিত হইলে, এখতিয়ারসম্পন্ন সহকারী জজ আদালতে আপীল করিতে পারিবে।

(৩) উপ্ল ধারা (২) এর অধীন আপীলের ক্ষেত্রে, ক্ষেত্রমত, সংশ্লি ষ্ট প্রথম শ্রেনীর ম্যাজিস্ট্রট আদালত বা সহকারী জজ আদালতের নিকট যদি সন্তোষজনকভাবে প্রতীয়মান হয় যে, বিবেচ্য ক্ষেত্রে গ্রাম আদালত সুবিচার করিতে ব্যর্থ হইয়াছে, তাহা হইলে ক্ষেত্রমত, সংশ্লি ষ্টপ্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট আদালত বা সহকারী জজ আদালত গ্রাম আদালতের উক্ত সিদ্ধান্ত বাতিল বা পরিবর্তন করিতে পারিবে অথবা পুনর্বিবেচনার জন্য মামলাটি গ্রাম আদালতের নিকট ফেরত পাঠাইতে পারিবে।

(৪) আপাততঃ বলবত অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের বিধানাবলী অনুযায়ী গ্রাম আদালত কর্তৃক কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হইলে উহা অন্য গ্রাম আদালতসহ অন্য কোন আদালতে বিচার্য হইবে না।

গ্রাম আদালতের সিদ্ধান্ত কার্যকরকরণ

৯। (১) গ্রাম আদালত কোন ব্যক্তিকে ক্ষতিপূরণ প্রদানের জন্য অথবা সম্পত্তি বা উহার দখল প্রত্যার্পন করিবার জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলে, উক্ত বিষয়ে নির্ধারিত পদ্ধতিতে, আদেশ প্রদান করিবে এবং তাহা নির্দিষ্ট রেজিষ্টারে লিপিবদ্ধ করিবে।

(২) গ্রাম আদালতের উপস্থিতিতে উহার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী দাবী মিটানো বাবদ কোন অর্থ প্রদান করা হইলে অথবা কোন সম্পত্তি

অর্পণ করা হইলে গ্রাম আদালত, ক্ষেত্রমত, উক্ত অর্থ প্রদান বা সম্পত্তি অর্পণ সংক্রান্ত তথ্য উহার রেজিষ্টারে লিপিবদ্ধ করিবে।

(৩) যেক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণ প্রদানের জন্য গ্রাম আদালত কর্তৃক আদেশ প্রদান করা হয় এবং নির্ধারিত সময়ের মধ্যে উক্ত অর্থ প্রদান করা না হয়, সেইক্ষেত্রে চেয়ারম্যান উহা ইউনিয়ন পরিষদের বকেয়া কর আদায়ের পদ্ধতিতে Public Demands Recovery Act, 1913 (Act No. III of 1913) এর অধীন আদায় করিয়া ক্ষতিগ্রস্থ পক্ষকে প্রদান করিবে।

(৪) যেক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণ প্রদান না করিয়া অন্য কোন প্রকারে দাবী মিটান সম্ভব, সেইক্ষেত্রে উক্ত সিদ্ধান্ত কার্যকর করিবার জন্য বিষয়টি এখতিয়ার সম্পন্ন সরকারী জজ আদালতে উপস্থাপন করিতে হইবে এবং অনুরূপ আদালত এই সিদ্ধান্ত কার্যকর করিবার জন্য এইরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে যেন ঐ আদালত কর্তৃকই উক্ত সিদ্ধান্ত প্রদান করা হইয়াছে।

(৫) গ্রাম আদালত উপযুক্ত মনে করিলে তৎকর্তৃক নির্ধারিত কিস্তিতে ক্ষতিপূরণের অর্থ প্রদানের নির্দেশ দিতে পারিবে।

সাক্ষীকে সমন দেওয়া, ইত্যাদি ক্ষেত্রে গ্রাম আদালতের ক্ষমতা

১০। (১) গ্রাম আদালত যে কোন ব্যক্তিকে আদালতে হাজির হইতে এবং সাক্ষী দেওয়ার জন্য অথবা কোন দলিল দাখিল করিবার বা করাইবার জন্য সমন দিতে পারিবে;

তবে শর্ত থাকে য়ে

(ক) দেওয়ানী কার্যবিধির ধারা ১৩৩ এর উপ্ল ধারা (১) এ যে ব্যক্তিকে স্ল শরীরে আদালতে হাজির হইতে অব্যাহতি দেওয়া হইয়াছে তাহাকে ব্যক্তিগতভাবে হাজির হইতে নির্দেশ দেওয়া যাইবে না;

(খ) গ্রাম আদালত যদি যুক্তিসংগতভাবে মনে করে যে, অহেতুক বিলম্ব, খরচ বা অসুবিধা ব্যতীত কোন সাক্ষীকে হাজির করা সম্ভব নয়, তবে আদালত সেই সাক্ষীকে সমন দিতে বা সেই সাক্ষীর বিরুদ্ধে প্রদত্ত সমন কার্যকর করিতে অগ্রাহ্য করিতে পারিবে;

গ) গ্রাম আদালতের এখতিয়ার বহির্ভূত এলাকায় বসবাসকারী কোন ব্যক্তির ভ্রমন ও অন্যান্য খরচ নির্বাহ বাবদ, আদালতের

বিবেচনামতে, পর্যাপ্ত অর্থ তাহাকে প্রদানের জন্য আদালতে জমা দেওয়া না হইলে, গ্রাম আদালত ঐ ব্যক্তিকে সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য অথবা কোন দলিল দাখিল করিবার বা করাইবার জন্য নির্দেশ প্রদান করিবে না;

(ঘ) গ্রাম আদালত রাষ্ট্রীয় বিষয়াবলী সম্পর্কিত কোন গোপনীয় দলিল বা অপ্রকাশিত সরকারী রেকর্ড দাখিল করিবার জন্য কোন ব্যক্তিকে নির্দেশ প্রদান করিবে না বা সংশ্লি ষ্ট বিভাগের প্রধান কর্মকর্তার অনুমতি ব্যতীত অনুরূপ গোপনীয় দলিল বা অপ্রকাশিত সরকারী রেকর্ড হইতে আহরিত কোন সাক্ষ্য প্রদানের জন্য কোন ব্যক্তিকে নির্দেশ প্রদান করিবে না।

(২) কোন ব্যক্তি উপ্ল ধারা (১) এর অধীনে জারীকৃত সমন ইচ্ছাপূর্বক অমান্য করিলে, গ্রাম আদালত অনুরূপ অমান্যতা আমলযোগ্য অপরাধ গণ্যে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে, তাহার বক্তব্য পেশের সুযোগ প্রদান সাপেক্ষে, অনধিক পাঁচশত টাকা জরিমানা করিতে পারিবে।

গ্রাম আদালতের অবমাননা

১১। (১) কোন ব্যক্তি আইনসংগত কারণ ব্যতীত যদ্বি

(ক) গ্রাম আদালত বা উহার কোন সদস্যকে আদালতের কার্যক্রম চলাকালে অশালীন কথাবার্তা, ভয়ভীতি প্রদর্শন, আক্রমণাত্মক বা অন্যবিধ আচরণ দ্বারা কোন প্রকার অপমান করেন; বা

(খ) গ্রাম আদালতের কার্যক্রমে কোনরূপ ব্যাঘাত সৃষ্টি করেন; বা

(গ) গ্রাম আদালতের আদেশ সত্ত্বেও, কোন দলিল দাখিল বা অর্পণ বা হস্তান্তর করিতে ব্যর্থ হন; বা

(ঘ) গ্রাম আদালতের যে প্রশ্নের জবাব দিতে তিনি বাধ্য, সেইরূপ কোন প্রশ্নের উত্তর দিতে অস্বীকার করেন; বা

(ঙ) সত্য কথা বলিবার শপথ গ্রহণ করিতে বা গ্রাম আদালতের নির্দেশ মোতাবেক তাহার প্রদত্ত জবানবন্দীতে স্বাক্ষর করিতে অস্বীকার করেন্ন

তাহা হইলে তিনি গ্রাম আদালত অবমাননার দায়ে অপরাধী হইবেন।

(২) উপ্ল ধারা (১) এর অধীনকৃত অপরাধের ক্ষেত্রে, আদালতের নিকট কোন অভিযোগ পেশ করা না হইলেও, গ্রাম আদালত অনুরূপ

অবমাননার দায়ে অভিযুক্ত ব্যক্তির বিচার করিতে পারিবে এবং তাহাকে অনধিক পাঁচশত টাকা জরিমানা করিতে পারিবে।

জরিমানা আদায়

১২। (১) ধারা ১০ ও ১১ এর অধীন ধার্যকৃত জরিমানা পরিশোধ করা না হইলে গ্রাম আদালত সংশ্লি ষ্ট তথ্যসহ উক্ত ধার্যকৃত জরিমানার পরিমান এবং উহা পরিশোধিত না হওয়ার বিষয় লিপিবদ্ধ করিয়া উহা আদায়ের জন্য এখতিয়ারসম্পন্ন ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট সুপারিশ করিবে।

(২) উপ্ল ধারা (১) এর অধীন সুপারিশপ্রাপ্ত হইবার পর সংশ্লি ষ্ট ম্যাজিস্ট্রট ফৌজদারী কার্যবিধির বিধান মোতাবেক উক্ত জরিমানা আদায় করিবার জন্য এইরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন যেন উহা তদকর্তৃক ধার্য হইয়াছে এবং অনুরূপ জরিমানা অনাদায়ে সংশ্লি ষ্ট ব্যক্তিকে কারাদন্ডের আদেশ প্রদান করিতে পারিবে।

(৩) ধারা ১০,১১ বা উপ্ল ধারা (২) এর অধীন আদায়কৃত সমস্ত জরিমানা ইউনিয়ন পরিষদের তহবিলে জমা হইবে।

পদ্ধতি

১৩। (১) এই আইনে ভিন্নরূপ কোন বিধান না থাকিলে, Evidence Act, 1872 (Act No.I of 1872), ফৌজদারী কার্যবিধি, এবং দেওয়ানী কার্যবিধির বিধানাবলী কোন গ্রাম আদালতে আনীত মামলায় প্রযোজ্য হইবে না।

(২) গ্রাম আদালতে আনীত সকল মামলার ক্ষেত্রে Oaths Act, 1873 (Act No. X of 1873) এর sections ৮,৯,১০, ও ১১ প্রযোজ্য হইবে।

(৩) কোন সরকারী কর্মচারীর বিরুদ্ধে এই আইনের অধীনে কোন মামলা দায়ের করা হইলে তিনি যদি এই মর্মে আপত্তি উত্থাপন করেন যে, কথিত অপরাধ তাহার সরকারী দায়িত্ব পালনকালে বা দায়িত্ব পালনরত অবস্থায় সংঘটিত হইয়াছে, তাহা হইলে অপরাধ বিচারের জন্য তাহার নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষের পূর্বানুমোদনের প্রয়োজন হইবে।

আইনজীবী নিয়োগ নিষিদ্ধ

১৪। অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, গ্রাম আদালতে দায়েরকৃত কোন মামলা পরিচালনার জন্য কোন পক্ষ আইনজীবী নিয়োগ করিতে পারিবেন না।

সরকারী কর্মচারী, পর্দানশীল বৃদ্ধ মহিলা এবং শারীরিকভাবে অক্ষম ব্যক্তির পক্ষে প্রতিনিধিত্ব

১৫ (১) আদালতের সম্মুখে উপস্থিত হইতে হইবে এমন কোন সরকারী কর্মচারী তাহার উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের সুপারিশসহ এই মর্মে আপত্তি উত্থাপন করেন যে, তাহার ব্যক্তিগত উপস্থিতির ফলে সরকারী দায়িত্ব পালন ক্ষতিগ্রস্থ হইবে, তাহা হইলে আদালত তাহার নিকট হইতে যথাযথভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন প্রতিনিধিকে তাহার পক্ষে গ্রাম আদালতের সম্মুখে হাজির হইবার জন্য অনুমতি প্রদান করিতে পারিবে।

(২) গ্রাম আদালতের সম্মুখে উপস্থিত হইতে হইবে এমন কোন পর্দানশীন বা বৃদ্ধ মহিলা এবং শারীরিকভাবে অক্ষম ব্যক্তি আদালতে উপস্থিত হইয়া সাক্ষ্য প্রদান করিতে অসমর্থ হইলে আদালত তাহার নিকট হইতে যথাযথভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন প্রতিনিধিকে তাহার পক্ষে আদালতের সম্মুখে হাজির হইবার জন্য অনুমতি প্রদান করিতে পারিবে।

(৩) উপ্ল ধারা (১) এর অধীনে নিযুক্ত কোন প্রতিনিধি কোনরূপ পারিশ্রমিক গ্রহণ করিতে পারিবে না।

কতিপয় মামলার স্থানান্তর

১৬। (১) যেক্ষেত্রে জেলা ম্যাজিস্ট্রট মনে করেন যে, তফসিলের ১ম অংশে বর্ণিত বিষয়াবলী সম্পর্কিত গ্রাম আদালতে বিচারাধীন কোন মামলার পরিস্থিতি এইরূপ যে জনস্বার্থে ও ন্যায়বিচারের স্বার্থে কোন ফৌজদারী আদালতে উহার বিচার হওয়া উচিত, সেই ক্ষেত্রে, এই আইনে যাহা বলা হইয়াছে তাহা সত্ত্বেও, তিনি গ্রাম আদালত হইতে উক্ত মামলা প্রত্যাহার করিতে এবং বিচার ও নিস্পত্তির জন্য উহা ফৌজদারী আদালতে প্রেরণের নির্দেশ দিতে পারিবেন।

(২) কোন গ্রাম আদালত যদি মনে করে যে, উপ্ল ধারা (১) এ উল্লেখিত কোন বিষয় সম্পর্কিত গ্রাম আদালতে বিচারাধীন কোন মামলায় ন্যায়বিচারের স্বার্থে অপরাধীর শাস্তি হওয়া উচিত তাহা হইলে, উক্ত আদালত, মামলাটির বিচার ও নিস্পত্তির জন্য উহা ফৌজদারী আদালতে প্রেরণের নির্দেশ দিতে পারিবে।

পুলিশ কর্তৃক তদন্ত

১৭। এই আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কোন মামলার বিষয়বস্তু তফসিলের প্রথম অংশে বর্ণিত অপরাধ সম্পর্কিত হওয়ার কারণে পুলিশ সংশ্লি ষ্টআমলযোগ্য মামলা তদন্ত বন্ধ করিবে না; তবে যদি কোন ফৌজদারী আদালতে অনুরূপ কোন মামলা আনীত হয় তাহা

হইলে, উক্ত আদালত উপযুক্ত মনে করিলে, মামলাটি এই আইনের বিধান মোতাবেক গঠিত কোন গ্রাম আদালতে প্রেরণের নির্দেশ দিতে পারিবে।

বিচারাধীন মামলাসমূহ

১৮। এই আইন মোতাবেক বিচারযোগ্য যে সকল মামলা এই আইন বলবত হইবার অব্যবহিত পূর্বে কোন দেওয়ানী বা ফৌজদারী আদালতে বিচারাধীন রহিয়াছে, উহাদের উপর এই আইন প্রযোজ্য হইবে না, এবং অনুরূপ মামলা অনুরূপ আদালত কর্তৃক এইরূপ মীমাংসা করা হইবে যেন এই আইন প্রণীত হয় নাই।

অব্যাহতি দেওয়ার ক্ষমতা

১৯। সরকার, সরকারী গেজেট প্রজ্ঞাপন দ্বারা, যে কোন এলাকা বা এলাকাসমূহ যে কোন শ্রেণীর মামলাসমূহ বা যে কোন সম্প্রদায়কে এই আইনের সকল বা যে কোন বিধানের প্রয়োগ হইতে অব্যাহতি প্রদান করিতে পারিবে।

বিধিমালা প্রণয়নের ক্ষমতা

২০। এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

রহিতকরণ ও হেফাজত

২১। (১) The Village Courts Ordinance, 1976 (Ordinance No. LXI of 1976), অতঃপর রহিত অধ্যাদেশ বলিয়া উল্লিখিত, এতদ্দ্বারা রহিত করা হইল।

(২) উক্তরূপ রহিত হওয়া সত্ত্বেও, রহিত অধ্যাদেশ এর অধীন্ন

(ক) বিচারাধীন মামলাসমূহের ক্ষেত্রে, মামলার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নসহ, উহাদের নিস্পত্তি এইরূপে নিস্পন্ন হইবে, যেন এই আইন প্রণীত হয় নাই;

(খ) প্রণীত সকল বিধি, এই আইনের বিধানালীর সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া সাপেক্ষে রহিত বা সংশোধিত না হওয়া পর্যন্ত, কার্যকর থাকিবে।

তফসিল

প্রথম অংশ ঃ ফৌজদারী মামলাসমূহ

১। দন্ডবিধির ধারা ৩২৩ বা ৪২৬ বা ৪৪৭ মোতাবেক কোন অপরাধ সংঘটন করা, ব্লে আইনী জনসমাবেশ সাধারণ উদ্দেশ্যে হইলে এবং উক্ত ব্লে আইনী জনসমাবেশে জড়িত ব্যক্তির সংখ্যা দশের অধিক না হইলে দন্ডবিধির ১৪৩ ও ১৪৭ ধারা, ১৪১ ধারা এর তৃতীয় বা চতুর্থ দফার সহিত পঠিতব্য।

২। দন্ডবিধির ধারা ১৬০, ৩৩৪, ৩৪১, ৩৪২, ৩৫২, ৩৫৮, ৫০৪, ৫০৬ (প্রথম অংশ) ৫০৮, ৫০৯ এবং ৫১০।

৩। দন্ডবিধির ধারা ৩৭৯, ৩৮০ ও ৩৮১ যখন সংঘটিত অপরাধটি গবাদিপশু সংক্রান্ত হয় এবং গবাদিপশুর মূল্য অনধিক পঁচিশ হাজার টাকা হয়।

৪। দন্ডবিধির ধারা ৩৭৯, ৩৮০ ও ৩৮১ যখন সংঘটিত অপরাধটি গবাদিপশু ছাড়া অন্য কোন সম্পত্তি সংক্রান্ত হয় এবং উক্ত সম্পত্তির মূল্য অনধিক পঁচিশ হাজার টাকা হয়।

৫। দন্ডবিধির ধারা ৪০৩, ৪০৬, ৪১৭ ও ৪২০ যখন অপরাধ সংশ্লি ষ্টঅর্থের পরিমান অনধিক পঁচিশ হাজার টাকা হয়।

৬। দন্ডবিধির ধারা ৪২৭, যখন সংশ্লি ষ্টসম্পত্তির মূল্য অনধিক পঁচিশ হাজার টাকা হয়।

৭। দন্ডবিধির ধারা ৪২৮ ও ৪২৯ যখন গবাদিপশুর মূল্য অনধিক পঁচিশ হাজার টাকা হয়।

৮। Cattle- Trespass Act, 1871 (Act No. I of 1871) এর Section 24, 26,27

৯। উপরিউক্ত যে কোন অপরাধ সংঘটনের চেষ্টা বা উহা সংঘটনের সহায়তা প্রদান।

দ্বিতীয় অংশঃ দেওয়ানী মামলাসমূহ

১। কোন চুক্তি, রশিদ বা অন্য কোন দলিল মূল্যে প্রাপ্য অর্থ আদায়ের জন্য মামলা। ২। কোন অস্থাবর সম্পত্তি পুনরুদ্ধার বা উহার মূল্য আদায়ের জন্য মামলা। ৩। স্থাবর সম্পত্তি বেদখল হওয়ার এক বৎসরের মধ্যে উহার দখল পুনরুদ্ধারের মামলা। ৪। কোন অস্থাবর সম্পত্তির জবর দখল বা ক্ষতি করার জন্য ক্ষতিপূরণ আদায়ের জন্য মামলা। ৫। গবাদিপশু অনধিকার প্রবেশের কারণে ক্ষতিপূরণ মামলা। ৬। কৃষি শ্রমিকদের পরিশোধ্য মজুরি ও ক্ষতিপূরণ আদায়ের মামলা।	যখন দাবীকৃত অর্থের পরিমান অথবা অস্থাবর সম্পত্তির মূল্য অথবা অপরাধ সংশ্লিষ্ট স্থাবর সম্পত্তির মূল্য অনধিক পঁচিশ হাজার টাকা হয়।

গ্রাম আদালত সংশ্লি ষ্টদন্ডবিধির ধারাসমূহের বঙ্গানুবাদ

(অনুবাদটি সরকার কর্তৃক অনুমোদিত নয়)

ধারা ৩২৩

স্বেচ্ছায় আঘাত করিবার শাস্তি। যদি কেহ ৩৩৪ ধারায় বর্ণিত ক্ষেত্র ব্যতীত স্বেচ্ছায় কাহাকেও আঘাত করে, তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তি এক বৎসর পর্যন্ত যে কোন মেয়াদে সশ্রম বা বিনাশ্রম কারাদন্ডে, কিংবা এক হাজার টাকা পর্যন্ত যে কোন পরিমান অর্থদন্ডে, কিংবা উভয় দন্ডেই দন্ডনীয় হইবে।

ধারা ৩৩৪

প্ররোচনার ফলে ইচ্ছাপূর্বক আঘাত করা। যদি মারাত্নক ও আকস্মিক প্ররোচনায় প্ররোচিত হইয়া কেহ ইচ্ছাপূর্বক আঘাত করে, যদি যে ব্যক্তি প্ররোচনা দিয়াছে তাহাকে ছাড়া অন্য কোন ব্যক্তিকে আঘাত করিবার ইচ্ছা পোষণ না করিয়া থাকে, বা যে ব্যক্তি প্ররোচনা দিয়াছে সেই ব্যক্তি ছাড়া অন্য কাহারও প্রতি আঘাত হইতে পারে বলিয়া তাহার জানা না থাকে তাহা হইলে আঘাতকারী একমাস পর্যন্ত যেকোন মেয়াদে সশ্রম বা বিনাশ্রম কারাদন্ডে কিংবা পাঁচশত টাকা পর্যন্ত যেকোন পরিমাণ অর্থদন্ডে কিংবা উভয় দন্ডে দন্ডনীয় হইবে।

ধারা ৪২৬

ক্ষতি সাধনের শাস্তি। যদি কোন ব্যক্তি কাহারো ক্ষতি সাধন করে, তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তি তিন মাস পর্যন্ত যে কোন মেয়াদে সশ্রম বা বিনাশ্রম কারাদন্ডে কিংবা অর্থদন্ডে বা উভয় দন্ডেই দন্ডনীয় হইবে।

ধারা ৪৪৭

অপরাধমূলক অনধিকার প্রবেশের শাস্তি। যদি কেহ অনধিকার প্রবেশ করে, তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তি তিন মাস পর্যন্ত যেকোন মেয়াদে সশ্রম বা বিনাশ্রম কারাদন্ডে, কিংবা পাঁচশত টাকা পর্যন্ত যেকোন পরিমান অর্থদন্ডে কিংবা উভয় দন্ডেই দন্ডনীয় হইবে।

ধারা ১৪৩

বেআইনী সমাবেশে যোগদান করার শাস্তি। যদি কোন ব্যক্তি কোন বেআইনী সমাবেশে যোগদান করে, তাহা হইলে সে ছয় মাস পর্যন্ত যেকোন মেয়াদের সশ্রম বা বিনাশ্রম কারাদন্ডে বা অর্থদন্ডে কিংবা উভয় দন্ডে দন্ডনীয় হইবে।

ধারা ১৪৭

দাঙ্গা করিবার শাস্তি। কোন ব্যক্তি দাঙ্গার অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হইলে সে দুই বৎসর পর্যন্ত যেকোন মেয়াদে সশ্রম বা বিনাশ্রম কারাদন্ডে কিংবা অর্থদন্ডে বা উভয় দন্ডে দন্ডনীয় হইবে।

ধারা ১৪১

বেআইনী সমাবেশ। পাঁচ বা ততোধিক ব্যক্তির সমাবেশকে "বেআইনী সমাবেশ" বলা হয়। যদি উক্ত সমাবেশের ব্যক্তিদের সাধারণ উদ্দেশ্য হয়

****

তৃতীয়ঃ কোন অনিষ্টকর কার্য বা অপরাধজনক অনধিকার প্রবেশ কিংবা অন্য কোন অপরাধ সংঘটন করা; অথবা

চতুর্থঃ কোন ব্যক্তির প্রতি অপরাধজনক বলপ্রয়োগ করিয়া বা অপরাধজনক বলপ্রয়োগের হুমকি প্রদর্শন করিয়া কোন সম্পত্তির দখল গ্রহণ করা, কিংবা কোন ব্যক্তিকে পথের অধিকার ভোগ হইতে বঞ্চিত করা কিংবা জল ব্যবহারের অধিকার হইতে বঞ্চিত করা কিংবা তাহাকে তাহার ভোগদখলে থাকা অন্য কোন অশরীরী অধিকার হইতে বঞ্চিত করা কিংবা কোন অধিকার বা কল্পিত অধিকার প্রতিষ্ঠা করা।

ধারা ১৬০

কলহ বা মারামারির শাস্তি। কেহ কলহ বা মারামারির অপরাধ সংঘটন করিলে তজ্জন্য সে এক মাস পর্যন্ত যে কোন মেয়াদের সশ্রম বা বিনাশ্রম কারাদন্ডে কিংবা একশত টাকা পর্যন্ত যেকোন পরিমান অর্থদন্ডে কিংবা উভয় দন্ডে দন্ডনীয় হইবে।

ধারা ৩৪১

অন্যায় নিয়ন্ত্রনের শাস্তি। যদি কেহ কোন ব্যক্তিকে অন্যায়ভাবে বাধাগ্রস্থ করে, তাহা হইলে সে একমাস পর্যন্ত যেকোন মেয়াদের বিনাশ্রম কারাদন্ডে, কিংবা পাঁচশত টাকা পর্যন্ত যেকোন পরিমান অর্থদন্ডে কিংবা উভয় দন্ডে দন্ডনীয় হইবে।

ধারা ৩৪২

অন্যায় আটকের শাস্তি। যদি কোন ব্যক্তি কাহাকেও আটক রাখে, তাহা হইলে সে এক বৎসর পর্যন্ত যে কোন মেয়াদের সশ্রম বা বিনাশ্রম কারাদন্ডে কিংবা এক হাজার টাকা পর্যন্ত যে কোন পরিমান অর্থদন্ডে কিংবা উভয় দন্ডে দন্ডনীয় হইবে।

ধারা ৩৫২

গুরুতর প্ররোচনা ব্যতীত আক্রমন কিংবা অপরাধজনক বলপ্রয়োগের শাস্তি। মারাত্নক ও আকস্মিক প্ররোচনা ব্যতীত যদি কেহ কাহাকেও আঘাত করে বা তাহার উপর অপরাধজনক বল প্রয়োগ করে তাহা হইলে সে তিন মাস পর্যন্ত যেকোন মেয়াদের সশ্রম বা বিনাশ্রম কারাদন্ডে কিংবা পাঁচশত টাকা পর্যন্ত যেকোন পরিমান অর্থদন্ডে কিংবা উভয় দন্ডে দন্ডনীয় হইবে।

ব্যাখ্যা

মারাত্নক আকস্মিক প্ররোচনা এই ধারা অনুসারে কোন অপরাধের জন্য বিহিত দন্ড লাঘব করিবে না যদ্বি

প্ররোচনাটি অপরাধী অজুহাত স্বরুপ স্বয়ং কামনা করিয়া থাকে বা স্বেচ্ছায় উহার উস্কানি দিয়া থাকে, কিংবা প্ররোচনাটি মান্য করিয়া অনুষ্ঠিত কোন কার্যের ফলে অথবা কোন সরকারী কর্মচারী কর্তৃক আইনানুসারে উক্ত সরকারী কর্মচারীর ক্ষমতা প্রয়োগ করিয়া অনুষ্ঠিত কোন কার্যের ফলে ঘটিয়া থাকে, কিংবা আত্নরক্ষার ব্যক্তিগত অধিকারের আইন সম্মত প্রয়োগ করিয়া কৃত কোন কার্যের ফলে প্ররোচনাটি ঘটিয়া থাকে।

প্ররোচনাটি এমন মারাত্নক ও আকস্মিক ছিল কিনা যাহার ফলে দন্ড লাঘব হইতে পারে, তাহা ঘটনাগত প্রশ্ন।

ধারা ৩৫৮

মারাত্নক প্ররোচনার ফলে আক্রমন করা কিংবা অপরাধজনক বলপ্রয়োগ করা।

যদি কোন ব্যক্তি অপর কোন ব্যক্তির মারাত্নক আকস্মিক প্ররোচনায় ক্ষিপ্ত হইয়া সেই ব্যক্তিকে আঘাত করে কিংবা তাহার উপর অপরাধজনকভাবে বলপ্রয়োগ করে, তাহা হইলে সে এক মাস পর্যন্ত যেকোন মেয়াদের সশ্রম বা বিনাশ্রম কারাদন্ডে কিংবা দুইশত টাকা পর্যন্ত যেকোন পরিমান অর্থদন্ডে কিংবা উভয় দন্ডে দন্ডনীয় হইবে।

ব্যাখ্যা ঃ উপরের ধারাটি ৩৫২ ধারার অনুরূপ ব্যাখ্যা সাপেক্ষ।

ধারা ৫০৪

শান্তিভঙ্গের উদ্দেশ্যে ইচ্ছাকৃতভাবে প্ররোচনা বা অপমান করা। যদি কোন ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে অপর কোন ব্যক্তিকে অপমান করে এবং তদ্বারা তাহাকে প্ররোচনা দান করে এবং অনুরূপ প্ররোচনার ফলে যাহাতে সেই ব্যক্তি শান্তিভঙ্গ বা অন্য কোন অপরাধ করে, তদুদ্দেশ্যে অথবা অনুরূপ প্ররোচনার ফলে সেই ব্যক্তি শান্তিভঙ্গ করিতে পারে বা অন্য কোন অপরাধ করিতে পারে বলিয়া জানা সত্ত্বেও যদি তাহা করে তাহা হইলে সেই ব্যক্তি দুই

বৎসর পর্যন্ত যেকোন মেয়াদে সশ্রম বা বিনাশ্রম কারাদন্ডে কিংবা অর্থদন্ডে কিংবা উভয় দন্ডে দন্ডনীয় হইবে।

ধারা ৫০৬ (প্রথম অংশ)

অপরাধজনক ভীতি প্রদর্শনের শাস্তি। যদি কোন ব্যক্তি অপরাধজনক ভীতিপ্রদর্শন করে, তাহা হইলে সেই ব্যক্তি দুই বৎসর পর্যন্ত যেকোন মেয়াদে সশ্রম বা বিনাশ্রম কারাদন্ডে কিংবা অর্থদন্ডে কিবা উভয় দন্ডে দন্ডনীয় হইবে।

ধারা ৫০৮

কোন ব্যক্তিকে বিধাতার বিরাগভাজন হইবে এইরূপ বিশ্বাস জন্মাইয়া কোন কাজ করানোর শাস্তি। যদি কোন ব্যক্তি কাহাকেও এরূপ বিশ্বাস করায় যে, সে যে কার্যটি করিতে আইনতঃ বাধ্য নয়, সে কার্যটি যদি সে না করে, কিংবা যে কার্য করিতে আইনতঃ বাধ্য সে কার্যটি করা হইতে বিরত হয়, তাহা হইলে প্রথমোক্ত ব্যক্তি স্বীয় কোন কার্য দ্বারা তাহাকে বা তাহার স্বার্থসংশ্লি ষ্ট অন্য কোন ব্যক্তিকে বিধাতার রোষানলে পতিত করিবে এবং ইচ্ছাপূর্বক এইরূপ বিশ্বাস সৃষ্টি করিয়া তাহাকে দিয়া উদ্দিষ্ট কার্যটি করায় বা করা হইতে বিরত রাখে কিংবা করাইবার, বা করা হইতে বিরত রাখিবার চেষ্টা করে, তাহা হইলে সেই ব্যক্তি এক বৎসর পর্যন্ত যেকোন মেয়াদে সশ্রম বা বিনাশ্রম কারাদন্ডে কিংবা অর্থদন্ডে কিংবা উভয় দন্ডে দন্ডনীয় হইবে।

ধারা ৫০৯

কোন নারীর শ্লীলতাহানির উদ্দেশ্যে কথা, অঙ্গভঙ্গী বা কোন কাজ করার শাস্তি। যদি কোন ব্যক্তি কোন নারীর শ্লীলতাহানির উদ্দেশ্যে শুনিতে পায় এমনভাবে কোন কথা বলে বা শব্দ করে কিংবা সেই নারী যাহাতে দেখিতে পায় এমনভাবে কোন অঙ্গভঙ্গী করে বা কোন বস্তু প্রদর্শন করে, কিংবা অনুরূপ নারীর গোপনীয়তা লংঘন করে, তাহা হইলে সেই ব্যক্তি এক বৎসর পর্যন্ত যেকোন মেয়াদে সশ্রম বা বিনাশ্রম কারাদন্ডে কিংবা অর্থদন্ডে কিংবা উভয় দন্ডে দন্ডনীয় হইবে।

ধারা ৫১০

মাতাল ব্যক্তির প্রকাশ্যে অসদাচরণের শাস্তি। যদি কোন ব্যক্তি নেশাগ্রস্থ অবস্থায় কোন প্রকাশ্য স্থানে গমন করে, বা কোন স্থানে অনধিকার প্রবেশ করে এবং এমন আচরণ করে, যাহার ফলে কাহারও বিরক্তি ঘটে, তাহা হইলে সেই ব্যক্তি চব্বিশ ঘন্টা পর্যন্ত যেকোন মেয়াদে বিনাশ্রম কারাদন্ডে কিংবা দশ টাকা পর্যন্ত যেকোন পরিমান অর্থদন্ডে কিংবা উভয় দন্ডে দন্ডনীয় হইবে।

ধারা ৩৭৯

চুরির শাস্তি। যদি কোন ব্যক্তি চুরি করে, তাহা হইলে সেই ব্যক্তি তিন বৎসর পর্যন্ত যেকোন মেয়াদে সশ্রম বা বিনাশ্রম কারাদন্ডে কিংবা অর্থদন্ডে কিবা উভয় দন্ডে দন্ডনীয় হইবে।

ধারা ৩৮০

বাসগৃহ ইত্যাদিতে চুরি। যদি কোন ব্যক্তি কোন গৃহ, তাঁবু বা জলযানে চুরি করে, যে গৃহ, তাঁবু বা জলযানে মানুষের বাসস্থান হিসাবে ব্যবহৃত হয় কিংবা সম্পত্তি হেফাজতের জন্য ব্যবহৃত হয় তাহা হইলে সে সাত বৎসর পর্যন্ত যেকোন মেয়াদে সশ্রম বা বিনাশ্রম কারাদন্ডে এবং অর্থদন্ডে দন্ডে দন্ডনীয় হইবে।

ধারা ৩৮১

কর্মচারী বা চাকর কর্তৃক মালিকের দখলভূক্ত সম্পত্তি চুরির শাস্তি। যদি কোন ব্যক্তি, কর্মচারী বা ভৃত্য হওয়া সত্ত্বেও, কিংবা কর্মচারী বা ভৃত্যের কাজে নিয়োজিত হওয়া সত্ত্বেও তাহার প্রভুর বা মালিকের দখলভূক্ত সম্পত্তি চুরি করে, তাহা হইলে সেই ব্যক্তি সাত বৎসর পর্যন্ত যেকোন মেয়াদে সশ্রম বা বিনাশ্রম কারাদন্ডে এবং অর্থদন্ডে দন্ডে দন্ডনীয় হইবে।

ধারা ৪০৩

অসাধুভাবে সম্পত্তি তসরূপের শাস্তি। যদি কোন ব্যক্তি অসাধুভাবে কোন অস্থাবর সম্পত্তি তসরূপ করে কিংবা উহা তাহার নিজের ব্যবহারে প্রয়োগ করে, তাহা হইলে সেই ব্যক্তি দুই বৎসর পর্যন্ত যেকোন মেয়াদে সশ্রম বা বিনাশ্রম কারাদন্ডে কিংবা অর্থদন্ডে কিংবা উভয় দন্ডে দন্ডনীয় হইবে।

ধারা ৪০৬

অপরাধজনক বিশ্বাসভঙ্গের শাস্তি। যদি কোন ব্যক্তি অপরাধজনক বিশ্বাসভঙ্গ করে, তাহা হইলে সি তিন বৎসর পর্যন্ত যেকোন মেয়াদে সশ্রম বা বিনাশ্রম কারাদন্ডে এবং অর্থদন্ডে দন্ডে দন্ডনীয় হইবে।

ধারা ৪১৭

প্রতারণার শাস্তি। যদি কোন ব্যক্তি প্রতারণা করে, তাহা হইলে সেই ব্যক্তি এক বৎসর পর্যন্ত যেকোন মেয়াদে সশ্রম বা বিনাশ্রম কারাদন্ডে এবং অর্থদন্ডে কিংবা উভয় দন্ডে দন্ডনীয় হইবে।

ধারা ৪২০

প্রতারণা ও অসাধুভাবে সম্পত্তি অর্পন করিতে প্রবৃত্ত করার শাস্তি। যদি কোন ব্যক্তি প্রতারণা করে এবং প্রতারিত ব্যক্তিকে অসাধুভাবে অন্য কোন ব্যক্তিকে কোন সম্পত্তি প্রদানে প্রবৃত্ত করে, কিংবা অসাধুভাবে প্রতারিত ব্যক্তিকে কোন মূল্যবান জামানতের সমুদয় বা অংশ বিশেষ প্রণয়ন, পরিবর্তন বা বিনাশসাধনে প্রবৃত্ত করে, কিংবা অসাধুভাবে প্রতারিত ব্যক্তিকে জামানত হিসাবে রূপান্তরযোগ্য কোন স্বাক্ষরিত বা সীল্ল মোহরযুক্ত বস্তুর সমুদয় বা অংশ বিশেষ প্রণয়ন, পরিবর্তন বা বিনাশসাধনে প্রবৃত্ত করে তাহা হইলে সেই ব্যক্তি সাত বৎসর পর্যন্ত যেকোন মেয়াদে সশ্রম বা বিনাশ্রম কারাদন্ডে এবং অর্থদন্ডেও দন্ডনীয় হইবে।

ধারা ৪২৭

অনিষ্ট করিয়া পঞ্চাশ টাকা বা উহার অধিক ক্ষতিসাধনের শাস্তি। যদি কোন ব্যক্তি অনিষ্ট সাধন করে এবং তদ্বারা পঞ্চাশ টাকা বা তদূর্ধ্ব পরিমান অর্থের ক্ষতি করে, তাহা হইলে সেই ব্যক্তি দুই বৎসর পর্যন্ত যেকোন মেয়াদে সশ্রম বা বিনাশ্রম কারাদন্ডে বা অর্থদন্ডে উভয় দন্ডে দন্ডনীয় হইবে।

ধারা ৪২৮

দশ টাকা বা তদউর্দ্ধ মূল্যের পশু হত্যা বা বিকলাঙ্গ করিয়া অনিষ্টসাধনের শাস্তি। যদি কোন ব্যক্তি দশ টাকা বা তদূর্ধ্ব মূল্যের কোন একটি বা একাধিক পশু হত্যা করিয়া, বিষ প্রয়োগ করিয়া, বিকলাঙ্গ করিয়া বা অকেজো করিয়া অনিষ্ট সাধন করে, তাহা হইলে তিনি দুই বৎসর পর্যন্ত যেকোন মেয়াদে সশ্রম বা বিনাশ্রম কারাদন্ড বা অর্থদন্ডে, কিংবা উভয় দন্ডে দন্ডনীয় হইবে।

ধারা ৪২৯

যেকোন মূল্যের গবাদি পশু ইত্যাদি অথবা পঞ্চাশ টাকা মূল্যের যেকোন পশুকে হত্যা বা বিকলাঙ্গ করিয়া অনিষ্টসাধনের শাস্তি। যদি কোন ব্যক্তি যেকোন মূল্যের হাতী, উট, ঘোড়া, খচ্চর, মহিষ, ষাঁড়, গাভী বা গরু, কিংবা পঞ্চাশ টাকা বা তদূর্দ্ধ মূল্যের অন্য কোন পশুকে হত্যা করিয়া, বিষ প্রয়োগ করিয়া, বিকলাঙ্গ করিয়া বা অকেজো করিয়া অনিষ্টসাধন করে, তাহা হইলে সেই ব্যক্তি পাঁচ বৎসর পর্যন্ত যেকোন মেয়াদের সশ্রম বা বিনাশ্রম কারাদন্ড বা অর্থদন্ডে কিংবা উভয় দন্ডেই দন্ডনীয় হইবে।

গবাদিপশু অনধিকার প্রবেশ আইন, ১৮৭১ এর সংশ্লি ষ্টধারাসমূহ

(অনুবাদটি সরকার কর্তৃক অনুমোদিত নয়)

ধারা ২৪

গবাদিপশু জব্দকল্পে বলপ্রয়োগে বাধা দান বা জোরপূর্বক উহা উদ্ধারের শাস্তি। এই আইনের অধীন গবাদিপশু জব্দের ক্ষেত্রে কেহ বলপূর্বক বাধা দান করিলে এবং গবাদিপশু খোঁয়াড় হইতে অথবা এই আইনের ক্ষমতা বলে জব্দ করিয়া খোঁয়াড়ে নেওয়ার সময় কোন ব্যক্তির নিকট হইতে বলপূর্বক উহা উদ্ধার করিলে সেই ব্যক্তি অনধিক ছয় মাস পর্যন্ত যে কোন মেয়াদের কারাদন্ডে অথবা অনধিক পাঁচ শত টাকা পর্যন্ত যে কোন পরিমাণ অর্থ দন্ডে বা উভয় দন্ডে দন্ডনীয় হইবে।

ধারা ২৬

শুকর দ্বারা ভূমি, শষ্যাদি বা রাস্তা ক্ষতিগ্রস্ত করার শাস্তি। শুকরের কোন মালিক বা রক্ষকের অবহেলা বা অন্যবিধভাবে কোন ভূমি বা শস্য বা ভূমির ফসল বা জনসাধারনের কোন রাস্তা ক্ষতিগ্রস্ত করে বা শুকরের অনধিকার প্রবেশ দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত করায় তাহা হইলে সেই ব্যক্তি অনধিক দশ টাকা পর্যন্ত অর্থ দন্ডে দন্ডনীয় হইবে।

সময় সময় সরকার সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা উহাতে উল্লিখিত স্থানীয় কোন এলাকায় এই ধারার উপরোক্ত অংশ শুকরের পরিবর্তে সাধারণতঃ গবাদিপশু বা কোন প্রকার গবাদিপশুর বেলায় প্রযোজ্য হইবে বলিয়া নির্দেশ দিতে পারিবে এবং সেই ক্ষেত্রে দশ টাকার স্থলে পঞ্চাশ টাকা প্রতিস্থাপিত বলিয়া গণ্য হইবে অথবা উভয়ই প্রযোজ্য হইবে।

ধারা ২৭

খোঁয়াড় রক্ষকের কর্তব্যে অবহেলা শাস্তি। ধারা ১৯ এর বিধান লঙ্ঘন করিয়া কোন খোঁয়াড় রক্ষক কোন গবাদিপশু অবমুক্ত বা হস্তান্তর বা ক্রয় করিলে, বা খোঁয়াড়ের কোন গবাদিপশুকে পর্যাপ্ত খাবার এবং পানি সরবরাহ না করিলে বা এই আইনের অধীন তাহার উপর অর্পিত দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হইলে অন্য যে কোন শাস্তির অতিরিক্ত অনধিক পঞ্চাশ টাকা পর্যন্ত অর্থ দন্ডে দন্ডনীয় হইবেন এবং উক্ত অর্থ দন্ড তাহার বেতন হইতে কর্তন পূর্বক আদায় করা হইবে।

হলফনামা আইন, ১৮৭৩
(১৮৭৩ সনের ১০নং আইন)
এর সংশ্লি ষ্টধারাসমূহ

(অনুবাদটি সরকার কর্তৃক অনুমোদিত নয়)

ধারা ৮

আদালতের কতিপয় হলফ প্রদানের ক্ষমতা। কোন বিচার কার্যক্রমে কোন পক্ষ বা সাক্ষী তৃতীয় কোন পক্ষের ক্ষতিকারক বা অশালিন বা বিচারের কোন পরিপন্থি নহে এমন কোন গোত্র বা বিশ্বাসের ভিত্তিতে হলফ করিয়া বা প্রতিজ্ঞাপূর্বক সাক্ষ্য প্রদান করিতে, এই আইনে ভিন্নরূপ কিছু না থাকিলে, উপযুক্ত বিবেচনায় আদালত তাহাকে অনুরূপ হলফ বা প্রতিজ্ঞা/সত্য পাঠ করাইতে পারিবেন।

ধারা ৯

প্রতিপক্ষের প্রস্তাবমতে আদালতের কোন পক্ষ বা সাক্ষীকে হলফ বা সত্য পাঠ করানোর ক্ষমতা। ৮ ধারায় উল্লিখিত রূপে যদি কোন বিচারিক কার্যক্রমের কোন পক্ষ ঐরূপ শপথে আবদ্ধ হইবার বা ধর্মতঃ প্রতিজ্ঞা পূর্বক সাক্ষ্য দানের প্রস্তাব করে এবং যদি ঐরূপ কার্যক্রমে অন্য পক্ষ বা সাক্ষী কর্তৃক ঐরূপ শপথ গ্রহণ অথবা ধর্মতঃ প্রতিজ্ঞা পূর্বক সাক্ষ্য প্রদান করা হইয়া থাকে, তবে আদালত উপযুক্ত মনে করিলে ঐরূপ পক্ষ বা সাক্ষীকে উক্ত শপথ গ্রহণ বা প্রতিজ্ঞা পূর্বক সাক্ষ্য প্রদান করিবে কি না তাহা জিজ্ঞাসা করিতে বা করাইতে পারিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, আদালতে হাজির হইয়া এইরূপ প্রশ্নের জবাব দানের জন্য কোন পক্ষ বা সাক্ষীকে বাধ্য করা যাইবে না।

ধারা ১০

সম্মত থাকিলে হলফ প্রদান। যদি এইরূপ কোন পক্ষ বা সাক্ষী উক্ত প্রকার হলফ করিতে বা সত্যপাঠে সম্মত হন, আদালত হলফ বা সত্য পাঠ করাইবেন বা যদি ইহা এইরূপ প্রকৃতির হয় যে, যাহা আদালতের বাহিরে করানো অধিকতর সুবিধাজনক হইবে তাহা হইলে কাহাকেও কমিশন নিয়োগপূর্বক উহা প্রদান/পাঠ করানো যাইবে এবং সত্য পাঠপূর্বক সেই ব্যক্তির সাক্ষ্য গ্রহণ করতঃ উহা আদালতে প্রেরণ করিতে হইবে।

ধারা ১১

সত্যপাঠ পুর্বক প্রদত্ত সাক্ষ্য উক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে চূড়ান্ত গন্য হইবে। হলফ বা সত্য পাঠপূর্বক প্রদত্ত সাক্ষ্য উহাতে বর্ণিত বিষয়ে উক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে চূড়ান্ত বলিয়া গন্য হইবে।

১৯৭৬ সালের গ্রাম্ম আদালত বিধিমালা।

১। এই বিধিমালা ১৯৭৬ সালের গ্রাম্ম আদালত বিধিমালা নামে অভিহিত হইবে।

২। বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে এই বিধিমালায়্ম

(ক) "ফরম" অর্থ এই বিধিমালায় সংযোজিত কোন ফরম;

(খ) "অধ্যাদেশ" অর্থ ১৯৭৬ সালের গ্রাম্ম আদালত অধ্যাদেশ (১৯৭৬ সালের ৬১ নং অধ্যাদেশ);

(গ) "ভাগ" অর্থ এই অধ্যাদেশের তফসীলের কোন ভাগ;

(ঘ) "আবেদনকারী" অর্থ এই অধ্যাদেশের ৪ ধারার অধীন যিনি কোন আবেদন করেন;

(ঙ) "প্রতিবাদী" অর্থ এই অধ্যাদেশের ৪ ধারার অধীন যাহার বিরুদ্ধে আবেদন করা হয়; এবং

(চ) "ধারা" অর্থ এই অধ্যাদেশের কোন ধারা।

৩। (১) ৪ ধারার (১) উপ্ল ধারার মোতাবেক আবেদন লিখিতভাবে দাখিল করিতে হইবে এবং আবেদনকারী কর্তৃক স্বাক্ষরিত হইতে হইবে এবং উহা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানের নিকট পেশ করিতে হইবে।

(২) (১) উপ্ল বিধিতে বর্ণিত আবেদনে নিম্নলিখিত বিবরণ থাকিতে হইবে, যথাঃ

(ক) যে ইউনিয়ন পরিষদে আবেদন করা হইয়াছে উহার নাম;

(খ) আবেদনকারীর নাম, ঠিকানা ও পরিচয়;

(গ) প্রতিবাদীর নাম, ঠিকানা ও পরিচয়;

(ঘ) যে ইউনিয়নে অপরাধ সংঘটিত হইয়াছে অথবা মামলার কারণের উদ্ভব হইয়াছে উহার নাম;

(ঙ) সংক্ষিপ্ত বিবরণাদিসহ অভিযোগ বা দাবীর প্রকৃতি ও মূল্যায়ন; এবং

(চ) প্রার্থিত প্রতিকার।

(৩) এই বিধি মোতাবেক মামলা প্রথম ভাগের সহিত সম্পর্কিত হইলে দুই টাকা এবং দ্বিতীয় ভাগের সহিত সম্পর্কিত হইলে আবেদনপত্রের সহিত চার টাকা ফিস জমা দিতে হইবে।

৪। যে ক্ষেত্রে ৪ ধারার (১) উপ্ল ধারা মোতাবেক ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান কর্তৃক আবেদন অগ্রাহ্য হয় সেইক্ষেত্রে তাহা উক্ত অগ্রাহ্যের আদেশ সমেত আবেদনকারীর নিকট ফেরত দিতে হইবে।

৫। (১) আবেদন অগ্রাহ্য হওয়ার তারিখ হইতে ৩০ দিনের মধ্যে ৪ ধারার (২) উপ্ল ধারা মোতাবেক পূনর্বিচারের জন্য তাহা যথাযথ এখতিয়ারসম্পন্ন মুনসেফের (সহকারী জজ) নিকট দাখিল করিতে হইবে।

(২) (১) উপ্ল ধারা মোতাবেক আবেদন লিখিত এবং আবেদনকারীর স্বাক্ষর যুক্ত হইতে হইবে, এবং উহাতে পক্ষগণের নাম, পরিচয় ও ঠিকানা থাকিতে হইবে, উহার সহিত ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান কর্তৃক বাতিল বা প্রত্যর্পিত মূল আবেদন পত্রটি জমা দিতে হইবে এবং তাহাতে পূনর্বিচারের আবেদনের স্বপক্ষে সংক্ষিপ্ত কারণ উল্লেখ করিতে হইবে।

৬। ৪ ধারার (২) উপ্ল ধারা মোতাবেক যে মুনসেফের (সহকারী জজ) নিকট আবেদন করা হয় তিনি যদি মনে করেন যে, ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান যে আদেশ দিয়াছেন তাহা অসদুদ্দেশ্য প্রণোদিত বা যর্থাথই অন্যায় তাহা হইলে তিনি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানকে আবেদনপত্র গ্রহণ করার জন্য লিখিত নির্দেশ দিয়া আবেদনকারীকে উহা ফেরত দিবেন।

৭। (১) যখন কোন আবেদনপত্র গৃহীত হয়, উহার বিবরণ ১নং ফরমে রক্ষিত রেজিষ্টার বহিতে লিপিবদ্ধ করিতে হইবে এবং উক্ত রেজিষ্টার বহি অনুযায়ী মামলাটির নম্বর, সনও আবেদনপত্রের উপর লিখিতে হইবে।

(২) কোন মামলা পুনর্বিবেচনার জন ৮ ধারার (২) উপ্ল ধারা মোতাবেক মহকুমা ম্যাজিস্ট্রট (প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রট) বা মুনসেফ (সহকারী জজ) কর্তৃক ফেরত পাঠান হইলে ক্ষেত্রমত মামলাটি নূতন করিয়া ১নং ফরমের রেজিষ্টার বহিতে লিপিবদ্ধ করিতে হইবে এবং নূতন আবেদন হিসাবে উহার শুনানী গ্রহণ করিতে হইবে।

৮। (১) আবেদনপত্র ৭ বিধি মোতাবেক রেজিষ্ট্রি করিবার পর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান, তৎকর্তৃক নির্দিষ্ট তারিখ ও সময় উপস্থিত হইবার জন্য আবেদনকারীকে নির্দেশ দিবেন এবং প্রতিবাদীকেও অনুরূপ নির্দিষ্ট তারিখ ও সময়ে হাজির হওয়ার জন্য সমন দিবেন।

(২) এই বিধিমালা মোতাবেক প্রদত্ত প্রত্যেক সমন, দুই প্রস্থে লিখিত এবং গ্রাম্ম আদালতের চেয়ারম্যান কর্তৃক গ্রাম্ম আদালত গঠিত হইবার পর ঐরূপে তাহা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানের স্বাক্ষরিত ও মোহরাঙ্কিত হইতে হইবে।

(৩) অন্য প্রকার বিধান না থাকিলে, এই বিধিমালা মোতাবেক প্রদত্ত প্রত্যেক সমন ইউনিয়ন পরিষদের কোন কর্মচারী অথবা ক্ষেত্রমত ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান অথবা গ্রাম্ম আদালতের চেয়ারম্যান কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে নিযুক্ত কোন ব্যক্তি জারী করিবেন।

(৪) যে ব্যক্তিকে সমন দেওয়া হয় সম্ভব হইলে, সমনের একটি প্রস্থ তাহাকে অর্পন করিয়া বা তাহার নিকট প্রেরণ করিয়া উক্ত সমন তাহার উপর ব্যক্তিগতভাবে জারী করিতে হইবে।

(৫) যাহাদের উপর সমন জারী করা হয়, তাহাদের প্রত্যেকে সমনের অন্য প্রস্থের উল্টা পৃষ্ঠায় সমন প্রাপ্তিসূচক স্বাক্ষর দান করিবেন।

(৬) যথাবিহিত চেষ্টা সত্ত্বেও পূর্বোক্ত বিধিতে বর্ণিত পদ্ধতিতে সমন জারী করা সম্ভব না হইলে সমন জারীকারক কর্মচারী দুই প্রস্থ সমনের এক প্রস্থ সমন প্রদত্ত ব্যক্তি সাধারণতঃ যে বাড়ীতে বসবাস করে, উহার কোন প্রকাশ্য স্থানে লটকাইয়া দিবেন এবং তদদ্বারা উক্ত সমন যথাবিহিতভাবে জারী করা হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

(৭) যে ব্যক্তিকে সমন দেওয়া হয় যদি সংশ্লি ষ্টইউনিয়ন পরিষদ এলাকার বাহিরে বাস করে, তাহা হইলে উক্ত ইউনিয়ন পরিষদ বা গ্রাম্ম আদালতের চেয়ারম্যান রেজিষ্ট্রী ডাকযোগে (প্রাপ্তিস্বীকার পত্রসহ) সমন জারী করাইতে পারেন এবং আবেদনকারীকে এই বাবদ খরচ বহন করিতে হইবে।

৯। (১) প্রতিবাদীর প্রতি সমন ২নং ফরমে হইবে।

(২) সাক্ষীর প্রতি সমন ৩নং ফরমে হইবে।

১০। প্রতিবাদীর উপর সমন জারী করা হইলে ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান পক্ষগণকে সাত দিনের মধ্যে তাহাদের সদস্য মনোনয়ন করিতে বলিবেন এবং এইরূপে মনোনীত সদস্যগণ ও ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানকে লইয়া গ্রাম্ম আদালত গঠিত হইবে।

১১। সদস্যগণের নাম পাইবার পর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ১নং ফরমের রেজিষ্টারের সংশ্লি ষ্টকলামে সদস্যগণের নাম লিপিবদ্ধ করিবেন।

১২। (১) গ্রাম্ম আদালত রায় প্রদান করিবার পূর্বে যে কোন সময়ে ৫ ধারার (২) উপ্ল ধারায় বর্ণিত কোন কারণে ক্ষেত্রমত ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান বা ভাইস্ল চেয়ারম্যান গ্রাম্ম

আদালতের চেয়ারম্যান হিসাবে কাজ করিতে অসমর্থ হইলে অথবা তাহার পক্ষপাতিত্বহীনতা সম্পর্কে কোন পক্ষ কর্তৃক চ্যালেঞ্জ প্রদান করা হইলে মহকুমা প্রশাসক (উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা) তৎসম্পর্কে ক্ষেত্রমত পরিষদের চেয়ারম্যান নিকট হইতে তথ্য জ্ঞাত হইবার পর অথবা উক্ত পক্ষের লিখিত কোন আবেদন প্রাপ্তির পর ইউনিয়ন পরিষদের যে কোন সদস্যকে (বিবাদের কোন পক্ষ কর্তৃক তাহার সদস্যরূপে মনোনীত সদস্য নহেন) গ্রাম্ম আদালতের চেয়ারম্যান হিসাবে কাজ করিবার জন্য নিয়োগ দান করিবেন।

(২) (১) উপ্ল বিধি মোতাবেক গ্রাম্ম আদালতের চেয়ারম্যান নিযুক্ত না হওয়া পর্যন্ত মহকুমা প্রশাসক (উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা) গ্রাম্ম আদালতের কার্যধারা স্থগিত রাখিবেন।

(৩) (১) উপ্ল বিধি মোতাবেক নিযুক্ত গ্রাম্ম আদালতের চেয়ারম্যানের নাম ১নং ফরমের রেজিষ্টারে লিপিবদ্ধ করিতে হইবে।

১৩। গ্রাম্ম আদালত গঠিত হইবার পর, গ্রাম্ম আদালতের চেয়ারম্যান প্রতিবাদীকে তিন দিনের মধ্যে আবেদনের বিরুদ্ধে তাহার লিখিত আপত্তি দাখিল করিবার জন্য নির্দেশ দিবেন, এবং গ্রাম্ম আদালতের অধিবেশনের তারিখ, সময় ও স্থান নির্ধারণ করিবেন এবং পক্ষগণকে তাহাদের নিজ নিজ মামলার সমর্থনে প্রয়োজনীয় সাক্ষ্য দাখিল করিবার জন্য নির্দেশ দিবেন।

১৪। (১) গ্রাম্ম আদালত ১৩ বিধি মোতাবেক নির্ধারিত তারিখে মামলাটির বিচার করিবেন তবে পর্যাপ্ত কারণ থাকিলে, গ্রাম্ম আদালত সময় সময়ে মামলার শুনানী মুলতবী রাখিতে পারিবেন কিন্তু মুলতবীর মেয়াদ কোন ক্ষেত্রেই একত্রে সাত দিনের অধিক হইবে না।

(২) গ্রাম্ম আদালতের চেয়ারম্যান সাক্ষীকে সশ্রদ্ধচিত্তে ধর্মতঃ দৃঢ়ভাবে ঘোষনা বা শপথ গ্রহনপূর্বক বিবৃতি প্রদান করিতে নির্দেশ দিবেন এবং উহার সারমর্ম লিপিবদ্ধ করিবেন বা করাইবেন।

(৩) গ্রাম্ম আদালত উক্ত মামলার যে কোন পর্যায়ে পক্ষগণের মধ্যে বিবাদের যে কোন বিষয় সম্পর্কে স্থানীয়ভাবে তদন্ত অনুষ্ঠান করিতে পারেন।

১৫। (১) যদি কোন ক্ষেত্রে আবেদনকারী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানের নিকট হাজির হইবার জন্য নির্ধারিত তারিখে এবং গ্রাম্ম আদালতের মামলার শুনানীর জন্য নির্ধারিত তারিখে হাজির হইতে ব্যর্থ হন, এবং ক্ষেত্রমত ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান অথবা গ্রাম্ম আদালতের চেয়ারম্যান যদি মনে করেন যে, সে নিজের মামলা পরিচালনায় অবহেলা করিতেছে তাহা হইলে তাহার ত্রুটির কারণে উক্ত আবেদন নাকচ করিয়া দেওয়া হইবে।

(২) যে ক্ষেত্রে (১) উপ্ল বিধি মোতাবেক কোন আবেদনপত্র নাকচ হইয়া যায় সেইক্ষেত্রে উহা পুনর্বহালের জন্য নাকচ হওয়ার তারিখের দশ দিনের মধ্যে আবেদনকারী ক্ষেত্রমত ইউনিয়ন পরিষদের অথবা গ্রাম্ম আদালতের চেয়ারম্যানের নিকট লিখিত ভাবে আবেদন

করিবেন, এবং যদি উক্ত চেয়ারম্যানের নিকট সন্তোষজনকভাবে প্রতীয়মান হয় যে তাহার অনুপস্থিতির পর্যাপ্ত কারণ ছিল এবং তিনি অবহেলাবশতঃ ঐরূপ কাজ করেন নাই, তাহা হইলে, উক্ত চেয়ারম্যান আবেদনটি পুনর্বহাল করিতে এবং উহার শুনানীর তারিখ ধার্য করিতে পারেন।

১৬। (১) যদি কোন ক্ষেত্রে প্রতিবাদী মামলার শুনানীর জন্য গ্রাম্ম আদালতে নির্ধারিত তারিখে হাজির হইতে ব্যর্থ হন এবং যদি, গ্রাম্ম আদালতের চেয়ারম্যানের মতে, তিনি অবহেলা প্রদর্শন করেন তাহা হইলে প্রতিবাদীর অনুপস্থিতিতেই মামলাটি শুনানী এবং নিস্পত্তি করা হইবে।

(২) যে ক্ষেত্রে (১) উপ্ল বিধি মোতাবেক প্রতিবাদীর অনুপস্থিতিতে কোন মামলার শুনানী হয় এবং প্রতিবাদীর বিরুদ্ধে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়, সেইক্ষেত্রে উক্ত মামলার পুনর্বহালের সিদ্ধান্ত গ্রহনের দশ দিনের মধ্যে প্রতিবাদী গ্রাম আদালতের চেয়ারম্যানের নিকট লিখিতভাবে আবেদন করিতে পারিবেন; এবং যদি চেয়ারম্যানের নিকট সন্তোষজনকভাবে প্রতীয়মান হয় যে, তাহার অনুপস্থিতির পর্যাপ্ত কারণ ছিল এবং তিনি অবহেলাবশতঃ ঐরূপ কাজ করেন নাই, তাহা হইলে চেয়ারম্যান মামলাটি পুনর্বহাল করিবেন এবং উহার পুনঃশুনানীর জন্য তারিখ ধার্য করিবেন।

১৭। (১) গ্রাম্ম আদালতের চেয়ারম্যান ১নং ফরমের রেজিষ্টারে আদালতের সিদ্ধান্ত লিপিবদ্ধ করিবেন।

(২) (১) উপ্ল বিধি মোতাবেক লিপিবদ্ধ প্রত্যেক সিদ্ধান্ত সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইয়াছে কিনা, এবং যদি উহা সর্ব সম্মতিক্রমে গৃহীত না হইয়া থাকে তাহা হইলে যে সংখ্যা গরিষ্ঠতায় গৃহীত হইয়াছে তাহার অনুপাতের উল্লেখ করিতে হইবে।

১৮। গ্রাম্ম আদালতের চেয়ারম্যান উক্ত আদালতের প্রত্যেক সিদ্ধান্ত প্রকাশ্য আদালতে ঘোষণা করিবেন।

১৯। (১) ৮ ধারার (২) উপ্ল ধারা মোতাবেক কোন আবেদনপত্র আবেদনকারী কর্তৃক লিখিত এবং স্বাক্ষরিত হইতে হইবে, এবং উহাতে পক্ষগণের নাম, পরিচয় ও ঠিকানা এবং আবেদনের কারণসমূহের সংক্ষিপ্ত বিবরণ থাকিতে হইবে।

(২) আবেদনপত্রের সহিত গ্রাম্ম আদালত কর্তৃক প্রদত্ত ডিক্রী বা আদেশের একটি অনুলিপি সংযুক্ত করিতে হইবে এবং অনুলিপিটি গ্রাম্ম আদালতের চেয়ারম্যানের নিজ স্বাক্ষরে প্রত্যায়িত হইতে হইবে।

২০। প্রত্যেক মামলার বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের পর ৪নং ফরমে একটি ডিক্রী প্রদান করা হইবে যাহা গ্রাম্ম আদালতের চেয়ারম্যান কর্তৃক স্বাক্ষরিত হইবে।

২১। (১) ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ৫নং ফরমে ডিক্রী রেজিষ্টারে উক্ত ডিক্রী লিপিবদ্ধ করিবেন।

(২) ক্ষেত্রমত মহকুমা ম্যাজিস্ট্রট (প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রট) অথবা মুনসেফ (সহকারী জজ) কর্তৃক ৮ ধারার (২) উপ্ল ধারা মোতাবেক প্রদত্ত কোন আদেশ যথাযথভাবে সংশ্লি ষ্টইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানকে জানাইতে হইবে এবং ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান তদনুযায়ী উক্ত ডিক্রী বা আদেশ সংশোধন করিবেন এবং ৫নং ফরমে ডিক্রী রেজিস্টারেও প্রয়োজনীয় বিষয়াদি সেই মর্মে লিপিবদ্ধ করিবেন।

২২। গ্রাম্ল আদালত যে মেয়াদে নির্ধারণ করিবেন সেই মেয়াদের মধ্যে ডিক্রী বা ক্ষতিপূরণের অর্থ প্রদান করিতে হইবে, কিন্তু কোনক্রমেই উক্ত চূড়ান্ত আদেশ প্রদানের তারিখ হইতে ছয় মাসের অধিক হইবে না।

২৩। গ্রাম্ল আদালতের চেয়ারম্যান অথবা অনুরূপ কোন আদালত না থাকিলে, ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান বিবাদের কোন পক্ষের আবেদনক্রমে উক্ত পক্ষকে পঁচাত্তর পয়সা ফিস প্রদানের পর, গ্রাম্ল আদালতের বিবদ সম্পর্কিত নথ্লি পত্র পরিদর্শন করিবার অনুমতি দিবেন।

২৪। গ্রাম্ল আদালতের চেয়ারম্যান অথবা অনুরূপ আদালত না থাকিলে, ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান বিবাদের কোন পক্ষের আবেদনক্রমে উক্ত পক্ষকে প্রতি একশত শব্দ বা উহার অংশ বিশেষের জন্য পঞ্চাশ পয়সা হারে ফিস প্রদানের পর, সংশ্লি ষ্টনথ্লি পত্র অথবা এই বিধিমালা মোতাবেক রক্ষিত কোন রেজিষ্টারে লিপিভুক্ত বিষয় বা উহার অংশ বিশেষের নকল সরবারহ করিবেন।

২৫। (১) ১০ বা ১১ ধারা মোতাবেক কোন জরিমানা প্রদান করা হইলে বা ১২ ধারা মোতাবেক তাহা আদায় করা হইলে অথবা এই বিধিমালা মোতাবেক কোন ফিস আদায় করা হইলে, ৬নং ফরমে উহার একটি রসিদ প্রদান করিতে হইবে যাহাতে ক্রমিক নম্বর থাকিতে হইবে এবং উহার মুড়িপত্র ইউনিয়ন পরিষদের অফিসে জমা রাখিতে হইবে।

(২) এই বিধিমালা মোতাবেক প্রাপ্ত সকল জরিমানা ও ফিস ৭নং ফরমে রক্ষিত রেজিষ্টারে লিপিবদ্ধ করিতে হইবে।

২৬। এই বিধিমালা মোতাবেক প্রদেয় সকল ফিস ইউনিয়ন পরিষদের তহবিলের অন্তর্ভূক্ত হইবে।

২৭। আবেদনপত্র গ্রহণ অথবা ডিক্রী বা আদেশ প্রদানের ক্রমানুসারে মামলার রেজিষ্টার এবং ডিক্রী ও আদেশের রেজিষ্টারে লিপিবদ্ধ বিষয়সমূহের ক্রমিক নম্বর প্রত্যেক বৎসরে দিতে হইবে।

২৮। গ্রাম্ম আদালতের সকল নথ্মি পত্র এবং রেজিষ্টার ইউনিয়ন পরিষদের অফিসে জমা দিতে হইবে এবং রেজিষ্টারসমূহ ১০ বৎসর ও অন্যান্য নথিপত্র ৩ বৎসর পর্যন্ত সংরক্ষিত থাকিবে।

২৯। ৯ ধারার ৩ উপ্ল ধারা মোতাবেক কোন অর্থ আদায় করিতে হইলে, বকেয়া ভূমি রাজস্ব হিসাবে উহা আদায় করিবার জন্য জ্ঞাতব্য বিষয়াদি ৮নং ফরমে লিপিবদ্ধ করিয়া গ্রাম্ম আদালতের চেয়ারম্যান তাহা মহকুমা অফিসারের (উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা) নিকট প্রেরণ করিবেন।

৩০। ১২ ধারার (১) উপ্ল ধারা মোতাবেক আদায়যোগ্য জরিমানার পরিমানের বিবরণ সম্বলিত আদেশ ৯ নং ফরমে ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট প্রেরণ করিতে হইবে।

৩১। ইউনিয়র পরিষদের চেয়ারম্যান প্রতি বৎসর ১লা ফেব্রুয়ারী এবং ১লা আগষ্টের পূর্বে যথাক্রমে ৩১শে ডিসেম্বর ও ৩০শে জুন তারিখে সমাপ্ত পূর্ববর্তী ছয় মাসে গ্রাম্ম আদালতের কার্যাবলী সম্পর্কে ১০নং ফরমে মহকুমা প্রশাসকের (উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা) নিকট একটি রিটার্ণ প্রেরণ করিবেন।

৩২। গ্রাম্ম আদালত যদি মনে করেন যে, সুবিচারের উদ্দেশ্যে উহার বিচারধীন কোন মামলায় অভিযুক্ত ব্যক্তির শাস্তি হওয়া উচিত, তাহা হইলে গ্রাম্ম আদালত ১১ নং ফরমে মামরাটি ফৌজদারী আদালতে প্রেরণ করিতে পারেন।

৩৩। সমন অনুযায়ী অথবা প্রকারান্তরে প্রতিবাদী হাজির হইলে এবং দাবী বা বিবাদ স্বীকার করিলে এবং ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানের উপস্থিতিতে উক্ত দাবী পূরণ করিলে, গ্রাম্ম আদালত গঠন করা হইবে না।

৩৪। গ্রাম্ম আদালত বা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান কোন পক্ষকে প্রদেয় কোন অর্থ প্রাপ্ত হইলে তাহা তজ্জন্য আবেদনের তারিখ হইতে যথাসম্ভব সাত দিনের মধ্যে উক্ত পক্ষকে প্রদান করিতে হইবে।

৩৫। (১) প্রত্যেক ইউনিয়ন পরিষদের অফিসে গ্রাম্ম আদালতের একটি সীলমোহর রাখিতে হইবে, যাহা গোলাকার এবং "গ্রাম্ম আদালত" শব্দাবলী ও ইউনিয়ন পরিষদের নামাঙ্কিত হইতে হইবে।

(২) এই বিধিমালা মোতাবেক প্রদত্ত সকল সমন, আদেশ, ডিক্রী, নকল এবং অন্যান্য দলিল্ল পত্রে আদালতের সীলমোহর ব্যবহার করিতে হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে
খ.না.হুসেন,
উপ্ল সচিব।

১ নং ফরম

[৭ বিধি দ্রষ্টব্য]

মামলার রেজিষ্টার

.... ইউনিয়ন পরিষদ।

বৎসর	মামলার নম্বর।	মামলা গ্রহণের তারিখ।	আবেদনকারীর নাম, ঠিকানা ও পরিচয়।	প্রতিবাদীর নাম, ঠিকানা ও পরিচয়।	আবেদনকারীর সদস্যগণের নাম।	প্রতিবাদীর সদস্য গণের নাম।	গ্রাম্ম আদালতের চেয়ারম্যানের নাম।	বিরোধের বিষয়বস্তু ও উহার মুল্যায়ন।	প্রতিবাদীর আপত্তি থাকিলে উহার সারাংশ।	সিদ্ধান্ত সর্বসম্মত কিনা এবং তাহা না হইলে সংখ্যা গরিষ্ঠার অনুপাত।	এখতিয়ারসম্পন্ন মুন্সেফের(সহকারী জজ) কোন আদেশ থাকিলে উহার সারাংশ এবং অনুরূপ আদেশের তারিখ।	মন্তব্য।
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩

২নং ফরম

[৯ (১) বিধি দ্রষ্টব্য]

প্রতিবাদীর প্রতি সমন

..... ইউনিয়ন পরিষদ

বরাবর,.....

.....

যেহেতু..... এর.....সংক্রান্ত অভিযোগ/দাবী সম্পর্কে তাহার আবেদনপত্রের জবাব দেওয়ার জন্য আপনার উপস্থিতি প্রয়োজন; সেইহেতু, এতদ্বারা আপনাকে ..... সালের..... মাসের ..... তারিখ..... টার সময় আমার নিকট হাজির হইতে নির্দেশ দেওয়া গেল।

.....

তাং.....

সীলমোহর.....

ইউনিয়ন পরিষদ

গ্রাম্ম আদালত

এর চেয়ারম্যানের স্বাক্ষর

৩নং ফরম

[৯(২) বিধি দ্রষ্টব্য]

সাক্ষীর প্রতি সমন

..... ইউনিয়ন পরিষদের গ্রাম্ম

আদালতের..... নং মামলায় ..... আবেদনকারী

বনাম.....

বরাবরে .....

.....

যেহেতু উপরি উল্লিখিত মামলায় আবেদনকারী/প্রতিবাদীর পক্ষে কতিপয় বিষয় সম্বন্ধে সাক্ষ্য দেওয়া এবং/অথবা নিম্নে বর্ণিত দলিলপত্র পেশ করিবার জন্য আপনার উপস্থিতি আবশ্যক; সেইহেতু এতদ্বারা আপনাকে ..... সালের ..... মাসের ..... তারিখে ব্যক্তিগতভাবে এই আদালত সমক্ষে হাজির হইবার এবং নিম্নলিখিত দলিলপত্র সঙ্গে আনয়ন করিবার জন্য নির্দেশ দেওয়া গেল ঃ

১ ।.....

২ ।.....

৩ ।.....

আইনসঙ্গত কারণ ব্যতিরেকে আপনি যদি এই আদেশ পালনে ব্যর্থ হন, তাহা হইলে ১৯৭৬ সালের গ্রাম্ম আদালত অধ্যাদেশের (গ্রাম আদালত আইন, ২০০৬) বিধানবলী মোতাবেক অর্থ দন্ডে দন্ডনীয় হইবেন।

..... সালের..... মাসের..... তারিখ।

সীলমোহর.....

.....

গ্রাম্ম আদালতের চেয়ারম্যানের

স্বাক্ষর।

৪ নং ফরম

[২০ বিধি দ্রষ্টব্য]

ডিক্রী বা আদেশের ফরম

.....ইউনিয়ন পরিষদের গ্রাম্ম আদালতে

নং ফরমের ..... নং মামল্লা

..... আবেদনকারী।

বনাম

..... প্রতিবাদী।

..... এর দাবী।

অদ্য আবেদনপত্রখানি চূড়ান্ত নিস্পত্তির জন্য অত্র গ্রাম্ম আদালত সমক্ষে উপস্থিত হওয়ায় আমরা সর্বসম্মতিক্রমে/..... জনের সংখ্যা গরিষ্ঠতায় আদেশ প্রদান করিতেছি যে,.....

.....

.....

.....

তাং.....

সীলমোহর.....

গ্রাম্ম আদালতের

চেয়ারম্যানের স্বাক্ষর।

৫ নং ফরম

[২১ বিধি দ্রষ্টব্য]

ডিক্রি এবং আদেশের রেজিষ্টার

.... ইউনিয়ন পরিষদ।

বৎসর।	ক্রমিক নম্বর।	১ নং ফরমে মামলার নম্বর এবং বৎসর।	আবেদনকারীর নাম।	প্রতিবাদীর নাম।	ডিক্রি বা আদেশের তারিখ।	ডিক্রি বা আদেশের বিবরণ	গ্রাম্য আদালতের সম্মুখে দাবী মিটানো হইয়াছে কি না।	মহকুমা ম্যাজিস্ট্রট বা মুন্সেফ কোন আদেশ প্রদান করিলে তাহা।	যে তারিখের পূর্বে ডিক্রির দাবী মিটাইতে হইবে বা ক্ষতিপূরণ করিতে হইবে তাহা।	দাবী মিটানোর তারিখ।	যদি নির্ধারিত মেয়াদের মধ্যে ডিক্রির দাবী মিটানো অথবা ক্ষতিপূরণ প্রদান করা না হয় তাহা হইলে গৃহিত ব্যবস্থার বিবরণ।	মন্তব্য।
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩

নং.....

৬ নং ফরম

[২৫ (১) বিধি দ্রষ্টব্য]

ফিস বা জরিমানার রসিদ

১। ইউনিয়ন পরিষদের নাম .....

২। প্রদানকারীর নাম .....

৩। প্রদত্ত ফিস্ বা জরিমানার পরিমান .....

৪। বিবরণ .....

৫। প্রদানের তারিখ .....

ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান / গ্রাম্ম আদালতের চেয়ারম্যান এর স্বাক্ষর ।

সীলমোহর

নং.....

৬ নং ফরম

[২৫ (১) বিধি দ্রষ্টব্য]

ফিস বা জরিমানার রসিদ

১। ইউনিয়ন পরিষদের নাম .....

২। প্রদানকারীর নাম .....

৩। প্রদত্ত ফিস্ বা জরিমানার পরিমান .....

৪। বিবরণ .....

৫। প্রদানের তারিখ .....

ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান / গ্রাম্ম আদালতের চেয়ারম্যান এর স্বাক্ষর ।

সীলমোহর

৭ নং ফরম

[২৫ (২) বিধি দ্রষ্টব্য]

ফিস বা জরিমানা রেজিস্টার

..... ইউনিয়ন পরিষদ।

ক্রমিক নং	প্রদানকারীর নাম।	আদায়কৃত অর্থের পরিমাণ।	বিবরণ।	প্রাপ্তির তারিখ।	৭নং ফরমে রসিদের নম্বর।	ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানের স্বাক্ষর।	মন্তব্য।
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮

৮ নং ফরম

[২৯ বিধি দ্রষ্টব্য]

অর্থ আদায়

..... ইউনিয়ন পরিষদ

বরাবরে ..... মহকুমা প্রশাসক (উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা)

.....

যেহেতু ..... সালের ..... নং মামলা সংক্রান্ত

..... টাকা অনাদায় রহিয়াছে; সেইহেতু এতদ্বারা আপনাকে অনুরোধ করা যাইতেছে যে, ১৯৭৬ সালের গ্রাম্ম আদালত অধ্যাদেশের (গ্রাম আদালত আইন, ২০০৬) ৯ ধারার (৩) উপ্ল ধারা মোতাবেক .....

..... এর নিকট হইতে উক্ত অর্থ আপনি আদায় করিবেন এবং তাহা..... ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানের নিকট প্রেরণ করিবেন।

তারিখ..... .....

সীলমোহর গ্রাম্ম আদালতের চেয়ারম্যানের স্বাক্ষর।

৯ নং ফরম

[২৯ বিধি দ্রষ্টব্য]

জরিমান্না আদায়

..... ইউনিয়ন পরিষদ

বরাবরে .....

(নিকটতম ম্যাজিস্ট্রট).....

যেহেতু .....(ঠিকানার)

নাম..... এর উপর ..... টাকা জরিমানা ধার্য করা হইয়াছে এবং উহা আদায় হয় নাই; সেইহেতু এতদ্বারা আপনাকে অনুরোধ করা যাইতেছে যে, ১৯৭৬ সালের গ্রাম্ম আদালত অধ্যাদেশের (গ্রাম আদালত আইন, ২০০৬) ১২ ধারার (১) উপ্ল ধারা মোতাবেক আপনি উক্ত জরিমানা আদায় করিবেন এবং তাহা ..... ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানের নিকট প্রেরণ করিবেন।

তারিখ..... .....

গ্রাম্ম আদালতের

চেয়ারম্যানের স্বাক্ষর।

সীলমোহর.....

১০ নং ফরম

[৩১ বিধি দ্রষ্টব্য]

গ্রাম্য আদালতের ষান্মাষিক রিটার্ণ

.... ইউনিয়ন পরিষদ।

১। বৎসর...

২। দায়েরকৃত মামলার সংখ্যা..

৩। নিস্পন্ন মামলার সংখ্যা ....

৪। বিচারাধীন মামলার সংখ্যা ....

৫। যে সকল মামলা নিস্পত্তি করা হইয়াছে উহাদের সংখ্যা......................................

৬। আদায়কৃত ফিস্ ....

৭। ধার্যকৃত জরিমানা ....

৮। আদায়কৃত জরিমানা ....

তারিখ.......................   ....

গ্রাম্য আদালতের

সীলমোহর........................   চেয়ারম্যানের স্বাক্ষর।

১১ নং ফরম

[৩২ নং বিধি দ্রষ্টব্য]

ফৌজদারী আদালতে মামলা হস্তান্তর

..... ইউনিয়ন পরিষদে।

বরাবরে .....

(ফৌজদালী আদালত).....

যেহেতু গ্রাম্ম আদালতের মতে এতদসংলগ্ন আবেদন সম্পর্কিত ব্যাপারে সুবিচারের উদ্দেশ্যে ..... অভিযুক্ত ব্যক্তির শাস্তি হওয়া উচিত; সেইহেতু আমরা এতদ্বারা মামলাটি আপনার নিকট প্রেরণ করিতেছি এবং আপনার আদালতে উহার বিচার ও নিস্পত্তি করিতে আপনাকে অনুরোধ করিতেছি।

তারিখ.....

সীলমোহর.....

.....

গ্রাম্ম আদালতের

চেয়ারম্যানের স্বাক্ষর।

কার্য্ম প্রনালী সংক্রান্ত সাধারণ নির্দেশসমূহ

ইউনিয়ন পরিষদ ও গ্রাম আদালতের চেয়ারম্যানকে মামলা পরিচালনার অনানুষ্ঠানিক ভাবে পথ প্রদর্শন করাই এই নির্দেশের উদ্দেশ্য। মামলা পরিচালনা করিবার বিভিন্ন পর্যায় ও পদ্ধতি সম্পর্কিত বিবরণ সরল বর্ণনাত্নক ও ধারাবাহিক আকারে দেওয়া হইয়াছে; এবং গ্রাম্ম আদালত আইন ও গ্রাম্ম আদালত বিধিমালার সহিত উহাদের পরিপূরক হিসাবে এই সকল নির্দেশ পঠিত হইবে।

(ক) আবেদনপত্র দাখিলকরণ্। গ্রাম্ম আদালত গঠনের জন্য কোন পক্ষ ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানের বরাবরে আবেদনপত্র দাখিল করিলে, চেয়ারম্যানকে সর্বপ্রথম সন্তোষজনকরূপে জানিয়া লইতে হইবে যে, উক্ত আবেদন গ্রাম্ম আদালত বিধি মালার ৩(১) বিধি মোতাবেক করা হইয়াছে ও ৩(২) বিধিতে উল্লেখিত প্রয়োজনীয় বিবরণ উহাতে রহিয়াছে এবং উক্ত আবেদনপত্রের সহিত বিধিমালার ৩(৩) বিধি দ্বারা নির্ধারিত ফিস দেওয়া হইয়াছে। তারপর গ্রাম্ম আদালতের মামলাটি বিচার করিবার এখ্তিয়ার থাকা সম্পর্কেও চেয়ারম্যানকে সন্তোষজনকরূপে অবহিত হইতে হইবে। এতদুদ্দেশ্যে, যে ইউনিয়নের উপরে ইউনিয়ন পরিষদের এখতিয়ার রহিয়াছে, বাদী ও প্রতিবাদী উভয়কেই অবশ্য সেই ইউনিয়নের বাসিন্দা হইতে হইবে ও সেই ইউনিয়নে মামলার কারণ উদ্ভূত এবং অপরাধ সংঘটিত হইতে হইবে। পরিশেষে, এই আইনের তফসীলে বর্ণিত ফৌজদারী মামলাসমূহের উপর গ্রাম্ম আদালতের এখতিয়ার থাকা সম্পর্কে চেয়ারম্যানকে সন্তোষজনকরূপে অবহিত হইতে হইবে।

দেওয়ানী মামলাসমূহের ক্ষেত্রে পরিষদের চেয়ারম্যানকে সন্তোষজনকরূপে অবহিত হইতে হইবে যে, দাবী অথবা আবেদনের বিষয়বস্তুর পরিমান এই আইনের তফসীলের ২য় ভাগে নির্ধারিত অর্থসংক্রান্ত সীমা অতিক্রম করে নাই। যদি উপরি উল্লেখিত শর্তসমূহ সন্তোষজনকরূপে পূরণ হয় এবং আপাতঃ দৃষ্টিতে গ্রাম্ম আদালতের এখতিয়ার আছে বলিয়া মনে হয়, তাহা হইলে ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আবেদনপত্র গ্রহণ করিবেন। অন্যথায় চেয়ারম্যান আবেদনপত্র নাকচ করিতে পারিবেন।

(খ) সমন জারী ও গ্রাম্ম আদালত গঠন্। যখন ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান বুঝিতে পারেন যে, দাখিলকৃত আবেদন উপরি উল্লিখিত নির্দেশানুযায়ী সঠিকভাবে করা হইয়াছে তখন তিনি বিধিমালার অন্তর্ভুক্ত ২নং ফরমে প্রতিবাদীকে সমন দিবেন। বিধিমালার ৮নং বিধি মোতাবেক প্রয়োজনীয় পদ্ধতিতে সমন জারী করিতে হইবে। সমন জারীর ব্যাপারে চেয়ারম্যান বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করিয়া লক্ষ্য করিবেন যে প্রতিবাদীর উপর সমনজারী প্রকৃতপক্ষেই করা হইয়াছে এবং কোন কিছুই তাহার নিকট হইতে গোপন করা হয় নাই। প্রতিবাদী হাজির না হইলে, চেয়ারম্যান নিজেকে এবং কেবলমাত্র আবেদনকারীর

প্রতিনিধিগণকে লইয়া আদালত গঠন করিবার পূর্বে প্রতিবাদীর উপর প্রকৃতপক্ষে সমনজারী করা হইয়াছে এই মর্মে সন্তোষজনকরূপে নিজে অবহিত হওয়ার মাধ্যমে সর্বাধিক সতর্কতা অবলম্বনপূর্বক চেয়ারম্যান তফসীলের ১ম ভাগ সম্পর্কিত কার্যধারা শুরু করিবেন।

(গ) লিখিত আপত্তি দাখিলকরণ ও বিচার। গ্রাম্ম আদালত গঠিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে, ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান গ্রাম্ম আদালতের চেয়ারম্যান হইবেন এবং আদালতে উপস্থাপিত মামলার ব্যাপারে সংশ্লি ষ্টইউনিয়ন পরিষদের সহিত তাঁহার আর কোন সম্পর্ক থাকিবে না। এই আদালতের চেয়ারম্যান, প্রতিবাদীকে আবেদনের বিরুদ্ধে তাহার কোন আপত্তি থাকিলে ৩ দিনের মধ্যে লিখিতভাবে তাহা দাখিল করিতে বলিবেন, এবং যে স্থানে আদালত বসিবে সেই স্থানে, বিচারের তারিখ ও সময় নির্দিষ্ট করিয়া দিবেন এবং তৎসঙ্গে পক্ষগণকে বিচারের জন্য নিদিষ্ট তারিখে তাহাদের স্ব স্ব মামলার সমর্থনে প্রয়োজনীয় সাক্ষ্যপ্রমাণ হাজির করিতে নির্দেশ দিবেন (১৪ বিধি)।

আদালতের চেয়ারম্যান সর্তকতার সহিত লক্ষ্য রাখিবেন যে লিখিত আপত্তি দাখিলের বিষয়টি বাধ্যতামূলক নহে; বরং ঐচ্ছিক । কোন কোন মামলার প্রতিবাদী মোটেই কোন লিখিত আপত্তি দাখিল নাও করিতে পারেন, এবং সাধারণতঃ প্রচলিত রীতি হিসাবে, ফৌজদারী মামলার ক্ষেত্রে, প্রতিবাদী তাহা করেন না। যেক্ষেত্রে কোন লিখিত আপত্তি দাখিল করা হয় না, সেইক্ষেত্রে গ্রাম্ম আদালতের চেয়ারম্যান নির্দিষ্ট তারিখে বিচারকার্য চালাইবেন।

নির্দিষ্ট তারিখে বিচার আরম্ভ হইলে, গ্রাম্ম আদালতের পক্ষগণ ও তাহাদের সাক্ষীগণকে সশ্রদ্ধচিত্তে দৃঢ়ভাবে ঘোষনা বা শপথ গ্রহণ করিয়া বিবৃতি দিতে বলিবেন এবং সকল বিবৃতির সারমর্ম লিপিবদ্ধ করিবেন অথবা করাইয়া লইবেন। এই কাজে, গ্রাম্ম আদালত সাধারণ নিয়মানুসারে প্রথমে আবেদনকারীর মামলাটির কাজ করিবেন। প্রতিবাদীর উপস্থিতিতে আবেদনকারী তাহার সাক্ষীগণকে পরীক্ষা করার পর তাহার সাক্ষ্য প্রমাণ দেওয়া শেষ হইলে প্রতিবাদী তাহার সাক্ষ্য প্রমান উপস্থাপিত করিবেন। কিন্তু যে সকল ক্ষেত্রে প্রতিবাদী আবেদনকারীর দাবী স্বীকার করিয়া লন কিন্তু অর্থ প্রদান অথবা কোন জরিমানা বা ক্ষতিপূরণ হ্রাসের জন্য ওজর দেখান, সেইক্ষেত্রে নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটাইয়া চেয়ারম্যান তাঁহার বিশেষ ক্ষমতাবলে প্রথমে প্রতিবাদীকে তাহার মামলার কাজ আরম্ভ করিবার জন্য বলিতে পারেন, তবে এইরূপ ঘটনা কদাচিত ঘটিবে। মামলার কোন পর্যায়ে গ্রাম্ম আদালত যদি মনে করেন যে বিবাদ সম্পর্কিত কোন ব্যাপারে সরেজমিনে যাওয়া অথবা স্থানীয়ভাবে তদন্ত করা উচিৎ তাহা হইলে তাহারা উহা করিতে পারিবেন [১৪ (৩) বিধি]

গ্রাম্ম আদালতের রায় প্রকাশ্য আদালতে ঘোষণা করিতে হইবে, যে সংখ্যা গরিষ্ঠতার দ্বারা সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবে তাহার অনুপাত রায়ে অরশ্য উল্লেখ থাকিবে ও গ্রাম্ম আদালতের চেয়ারম্যান রেজিষ্টারের ১নং ফরমে অবশ্য উহা লিপিবদ্ধ করিবেন। এই কাজে ১৭ ও ১৮

বিধির বিধানবলী অনুসরণ করিতে হইবে। প্রত্যেক মামলার রায়ের পরে ২১ বিধির বিধানাবলী অনুসারে ৫নং ফরমে একটি ডিক্রী প্রস্তুত করিতে হইবে। অতঃপর গ্রাম্ম আদালতের কাজ কার্যতঃ শেষ হইয়া যাইবে।

(ঘ) বিধির নির্দেশসমূহ্। ক্ষেত্রমত আবেদনকারী অথবা প্রতিবাদী যেক্ষেত্রে হাজির হইতে ব্যর্থ হন, এবং মামলা পরিচালনা অথবা আত্নপক্ষ সমর্থনে অবহেলা প্রদর্শনের জন্য দোষী সাব্যস্ত হন সেইক্ষেত্রে ১৬ ও ১৭ বিধির অধীন ত্রুটির জন্য কোন মামলা খারিজ করিবার অথবা প্রতিবাদীর অনুপস্থিতিতে কোন মামলা নিস্পত্তি করিবার ক্ষমতা গ্রাম্ম আদালতের থাকিবে। এই ক্ষমতা অত্যান্ত সংযতভাবে প্রয়োগ করিতে হইবে এবং কোন পক্ষ কেবল অনুপস্থিত থাকিলেই, উহার অবহেলা প্রদর্শন সম্পর্কে কোন দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ আদালতের উচিত হইবে না। কোন বিশেষ দিনে কোন পক্ষের অনুপস্থিত থাকার ন্যায়সঙ্গত কারণ থাকিতে পারে কিনা আদালত অত্যন্ত সতর্কতার সহিত তৎসম্পর্কে সন্তোষজনকরূপে অবহিত হইবেন এবং মামলাটি ত্রুটির কারণে খারিজ অথবা একতরফা ভাবে উহার নিস্পত্তি করিবার পূর্বে আদালতে পক্ষগণের যে প্রতিনিধিগন রহিয়াছেন তাহাদের সহিত পরামর্শ করিবেন। আদালত ন্যায় বিচারের খাতিরে প্রয়োজনীয় বলিয়া বিবেচনা করিলে পক্ষের অনুপস্থিতিতে মামলা নিস্পত্তি করিবার পূর্বে তাহাদিগকে হাজির হওয়ার সুযোগদানের জন্য আদালত ২/১ দিনের জন্য মামলাটি মূলতবী রাখিবেন।

২৪ বিধি মোতাবেক নকল প্রদানের ব্যপারে, আদালতের অধিবেশন চলাকালে আবেদন করা হইলে, আদালতের চেয়ারম্যান, অথবা অনুরূপ কোন আদালত না থাকিলে, যদি আবেদন করা হয় তবে ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান নকল সরবরাহ করিবেন।

সমাপ্ত

অ্যাকটিভেটিং ভিলেজ কোর্টস ইন বাংলাদেশ প্রকল্প

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার বিভাগ
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়